হ্যাইডেলবার্গ ক্যাটিকিজ্ম

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাইবেল শিক্ষা

মরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এবং বর্ণসংস্থাপক সঞ্জীব সরকার

রেভা. ইম্মানুয়েল সিং দ্বারা প্রকাশিত

Copyright © CERC

Published by:
Christian Literature Ministry
CERC Singapure.

কভেন্যান্ট ইভ্যানজেলিক্যাল রিফর্মড্ চার্চ অফ ইন্ডিয়া
১২১/৩৭ মালঞ্চ, এম, জি, রোড, কলকাতা-১০৪
Email-emmanuelsingh@live.com
Mobile No-+9199093431850

প্রভুর দিন-১

প্রশ্ন- ১. জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র সান্ত্বনা কী?

উত্তর:আমি দেহ ও আত্মায়[১] জীবন ও মৃত্যুতে আমার শরীর ও আত্মা আমার নয়[২], তা আমার একমাত্র ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের।[৩] যিনি তাঁহার মহামূল্য রক্ত[৪] সেচনের মাধ্যমে আমার পাপের[৫] মূল্য বা বেতন দিয়াছেন। শয়তানের শক্তি[৬] হইতে মুক্ত ও রক্ষা করিয়াছেন[৭]। স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা ছাড়া আমার মাথার একটি কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না[৮]। এই সত্য আমরা জানি যে, যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আহূত তাহারা সব পরিস্থিতিতেই ঈশ্বর তাদের কল্যাণ সাধন করিবেন[৯]। পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও আমাকে আন্তরিকভাবে তৈরি করিয়াছেন তাঁহার সন্তানরূপে চিরকাল তাঁহার সঙ্গে বসবাস করার জন্য।

১. ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ *অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ। আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।*

২. রোমীয় ১৪:৭-৯ *কারণ আমাদের মধ্যে কেহ আপনার উদ্দেশে জীবিত থাকে না, এবং কেহ আপনার উদ্দেশে মরে না। কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। অতএব আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এই উদ্দেশে খ্রীষ্ট মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন।*

৩. ১ করিন্থীয় ৩:২৩ *আর তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।*

৪. ১ পিতর ১:১৮-১৯ *তোমরা ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।*

৫. ১ যোহন ১:১৭ *আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।*

৬. ১ যোহন ৩:৮ *যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন।*

৭. যোহন ৬:৩৯ *আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়াছেন, তাহার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে যেন তাহা উঠাই।*

১০:২৮-২৯ *আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। ২৯ আমার পিতা, যিনি তাহাদের দিয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান; এবং কেহই পিতার হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে পারে না।*

৮. লূক ২১:১৮ কিন্তু তোমাদের মস্তকের একগাছি কেশও নষ্ট হইবে না।

মথি ১০:৩০ কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত আছে।

৯. রোমীয় ৮:২৮ আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে।

১০. ২ করিন্থীয় ১:২২; ৫:৫ আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়াছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়াছেন।

আর যিনি আমাদিগকে ইহারই নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে আত্মা বায়না দিয়াছেন।

১১. রোমীয় ৮:১৪; ৭:২২ কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।

বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি।

প্রশ্ন- ২. কী কী প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জানিতে হইবে, যাহাতে আপনি স্বাচ্ছন্দে উপভোগের সঙ্গে জীবন ধারন করিতে পারেন ও সুখের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে পারেন?

উত্তর: তিনটি বিষয়:[৩] প্রথমত-কত গভীর আমার পাপ ও তার যন্ত্রণা;[৪] দ্বিতীয়ত-কীভাবে আমি আমার পাপময় জীবন থেকে মুক্ত হইতে পারি[৫] ও তৃতীয়ত-মুক্ত হইয়া কীভাবে ঈশ্বরের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।[৬]

১. লূক ২৪:৪৭ আর তাঁহার নামে পাপমোচননার্থক মনপরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম হইতে আরম্ভ হইবে।

২. ১ করিন্থীয় ৬:১০-১১ যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

যোহন ৯:৪১ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তোমাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু এখন তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখিতেছি; তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

রোমীয় ৩:১০ যেমন লিখিত আছে, ‘‘ধার্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই।

রোমীয় ৩:১৯ আর আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়।

৩. যোহন ১৭:৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

৪. ইফিষীয় ৫:৮-১০ কারণ তোমরা এক সময়ে অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি হইয়াছ; দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল।

প্রভুর দিন-২

প্রশ্ন- ৩. কোথায় এই পাপ ও তাহার পরিণামের কথা জানতে পারি?

উত্তর: ঈশ্বরের বিধান হইতে।[৭]

১. রোমীয় ৩:২০ যেহেতুক ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।

প্রশ্ন-৪ ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের কাছ থেকে কী চায়?

উত্তর: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সংক্ষেপে আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন-মথি ২২:৩৭-৪০ পদে। ‘‘তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,’’ এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; ‘‘তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।’’ এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলিতেছে।[৮]

১. লূক ১০:২৭ সে উত্তর করিয়া কহিল, ‘‘তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে।’’

প্রশ্ন- ৫. আপনি কী নিখুঁতভাবে এই সমস্ত ব্যবস্থা পালন করতে পারবেন?

উত্তর: কেউ ধার্মিক নয়;[১] কারণ জৈব প্রকৃতিতে আসক্ত মানুষ হল প্রতিবেশী ও ঈশ্বরের শত্রু।[২]

১. রোমীয় ৩:১০ যেমন লিখিত আছে, ‘‘ধার্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই,

১ যোহন ১:৮ আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই।

২. রোমীয় ৮:৭ কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না।

তীত ৩:৩ কেননা পূর্বে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম।

প্রভুর দিন-৩

প্রশ্ন- ৬. ঈশ্বর কি মানুষকে এত অধার্মিক ও বিকৃত স্বভাব যুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন?

উত্তর: কখনই না।[৩] ঈশ্বর আপনার নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন,[৪] প্রকৃত ধার্মিক ও পবিত্ররূপে। যেন মানুষ প্রকৃতরূপে জানতে পারে যে, ঈশ্বরই তার সৃষ্টিকর্তা ও মানুষ যেন তাঁকে প্রকৃতরূপে ও আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে প্রেম করে ও অনন্তকালিন সুখের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করে এবং তাঁহার প্রসংশা করে।[৫]

১. আদিপুস্তক ১:৩১ পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২. আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

কলসীয় ৩:১০ সেই মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, যে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নতুনীকৃত হইতেছে।

ইফিষীয় ৪:২৪ সেই নতুন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।

৩. ইফিষীয় ১:৬ সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

১ করিন্থীয় ৬:২০ আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

প্রশ্ন- ৭. কখন থেকে মনুষ্য স্বভাবের পতন হলো?

উত্তর: এদন উদ্যানে আমাদের আদি পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে, স্বর্গে[৬] আমাদের স্বভাব এতটাই মন্দতায় পূর্ণ হলো যে আমরা পাপেই গর্ভধারণ এবং পাপেই জন্মগ্রহণ করি।[৭]

১. আদিপুস্তক ৩:৬ নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মতো নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন।

রোমীয় ৫:১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।

১৮-১৯ অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্মিকতার একটি কার্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক গণনা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল। কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে।

২. গীতসংহিতা ৫১:৫ দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন।

আদিপুস্তক ৫:৩ পরে আদম এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখিলেন।

প্রশ্ন- ৮. আমরা কী এতই নীতিভ্রষ্ট যে, আমরা কোনো কিছু ভালো করতে পারি না এবং আমরা কি সমস্ত অসাধুতায় পরিপূর্ণ?

উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই তাই,[১] যদি আমরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা স্বরূপান্তরিত না হই।[২]

১. আদিপুস্তক ৬:৫ আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন।

ইয়োব ১৪:৪ অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে? এক জনও পারে না।

১৫:১৪, ১৬ মর্ত্য কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে? অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্মিক হইতে পারে? তবে যে ঘৃণার্হ ও ভ্রষ্ট, যে জন জলের মতো অধর্ম পান করে, সে কি!

২. যোহন ৩:৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইফিষীয় ২:৫ অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ।

প্রভুর দিন-৪

প্রশ্ন- ৯. ঈশ্বর আমাদের তাঁহার ব্যবস্থা পালন করতে বলেন, তিনি কী আমাদের উপর অবিচার করছেন না—যা আমরা পালন করতে অসমর্থ?

উত্তর: কখনই না।[৩] ঈশ্বর মানুষকে তাঁহার ব্যবস্থা পালন করতে সক্ষমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।[৪] কিন্তু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়[৫] ও স্ব-ইচ্ছায় ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিজেদের ও তাদের বংশধরদের স্বর্গীয় আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে।[৬]

১. উপদেশক ৭:২৯ কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে।

২. যোহন ৮:৪৪ তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা।

২ করিন্থীয় ১১:৩ কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

৩. আদিপুস্তক ৩:৪, ৭ তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না; তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ; আর ডুমুরবৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগরা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

৪. রোমীয় ৫:১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল;

প্রশ্ন-১০ ঈশ্বর কি এই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহীতার জন্য মানুষকে শাস্তি থেকে বঞ্চিত করবেন?

উত্তর: কখনই না। আমাদের মৌলিক ও প্রকৃত পাপের জন্য ঈশ্বর অসন্তুষ্ট[৭] এবং অবশ্যই তিনি সাময়িক ও চিরতরের জন্য বিচার করে শাস্তি দেবেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা অভিশাপগ্রস্ত হবেন যারা ব্যবস্থা পুস্তকে লিখিত সমস্ত বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত না করেন।[৯]

১. গীতসংহিতা ৫:৫ দর্পকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না, তুমি সমুদয় অধর্মচারীকে ঘৃণা করিয়া থাক।

২. রোমীয় ১:১৮ কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৫; কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে।

ইব্রীয় ৯:২৭ আর মনুষ্যের নিমিত্ত এক বার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে,

৩. দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৬; যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিবার জন্য সেই সকল অটল না রাখে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন।

গালাতীয় ৩:১০ বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত"।

প্রশ্ন-১১. ঈশ্বর কি তখন কৃপাবান হবেন না?

উত্তর: ঈশ্বর সত্যই দয়ালু ও কৃপাময়[১] কিন্তু তিনি বিচারে সিদ্ধ[২] যে সমস্ত পাপ তাঁহার গৌরব ও মর্যাদা হানি করে তার জন্য তিনি অবশ্যই শাস্তি দেবেন।[৩] সেই শাস্তি হবে চরম এবং তা হবে দেহ ও আত্মার চিরস্থায়ী শাস্তি।[৪]

১. যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬ ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্;

২. যাত্রাপুস্তক ২০:৫; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই।

ইয়োব ৩৪:১০-১১ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুনুন, ইহা দূরে থাকুক যে, ঈশ্বর দুষ্কার্য করিবেন, সর্বশক্তিমান অন্যায় করিবেন।

৩. গীতসংহিতা ৫:৫-৬ দর্পকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না, তুমি সমুদয় অধর্মচারীকে ঘৃণা করিয়া থাক।

৪. আদিপুস্তক ২:১৭ কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।

রোমীয় ৬:২৩ কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।

প্রভুর দিন-৫

প্রশ্ন-১২. ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আমরা সাময়িক ও চিরন্তন শাস্তির যোগ্য। ঈশ্বরের অনুগ্রহে কী আমরা পুনরায় শাস্তি থেকে উদ্ধার পেতে পারি?

উত্তর: ঈশ্বরের বিচার সন্তোষজনক,[১] তাই আমাদের প্রত্যেকেই একে অন্যের জন্য তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে।[২]

১. যাত্রাপুস্তক ২০:৫ তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৬ সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।

২ করিন্থীয় ৫:১৪-১৫ কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, একজন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলেই মরিল; আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন ও উত্থাপিত হইলেন।

প্রশ্ন-১৩ আমরা কি নিজেরাই তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি?

উত্তর: কোন উপায়েই না বরং প্রতিদিন আমরা আমাদের পাপ বৃদ্ধি করতে থাকি।[১]

১. ইয়োব ৯:২-৩ আমি নিশ্চয় জানি, তাহাই বটে; ঈশ্বরের কাছে মর্ত্য কি প্রকারে ধার্মিক হইতে পারে? সে যদি তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে চাহে, তবে সহস্র কথার মধ্যে তাঁহাকে একটীরও উত্তর দিতে পারে না?

ইয়োব ১৫:১৪-১৬ মর্ত্য কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে? অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্মিক হইতে পারে?

২. মথি ৬:১২; যিশাইয় ৬৪:৬

প্রশ্ন-১৪ এমন কি কোন সৃষ্ট জীব বা প্রাণী আছে যার দ্বারা আমরা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি?

উত্তর: কেউ না, প্রথমত- ঈশ্বর মানুষের পাপের জন্য অন্য কোন সৃষ্ট প্রাণীকে শাস্তি দেবেন না,[১] কোন সামান্য সৃষ্ট প্রাণীই মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ বহন করতে পারবে না এবং অন্য কাউকে তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।[২]

১. যিহিষ্কেল ১৮:২০ যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।

২. প্রকাশিত বাক্য ৫:৩ কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারও সাধ্য হইল না।

৩. গীতসংহিতা ৪৯:৮-৯ কেননা তাহাদের প্রাণের মুক্তি দুর্মূল্য, এবং চিরকালেও অসাধ্য; যেন সে নিত্যজীবী হয়, যেন সে ক্ষয় না দেখে।

প্রশ্ন-১৫. আমরা কি ধরনের মধ্যস্থতাকারী ও পরিত্রাতার অন্বেষণ করিব?

উত্তর: এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রকৃতই মনুষ্য[১] এবং প্রকৃতই ঈশ্বর[২], যিনি প্রকৃত ধার্মিক এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের থেকে সর্বশক্তিমান।[৩]

১. ১ করিন্থীয় ১৫:২১; কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে।

রোমীয় ৮:৩ কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্বল হওয়াতে যাহা করিতে পারে নাই, ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।

২. রোমীয় ৯:৫ পিতৃপুরুষেরা তাহাদের, এবং মাংসের সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য, আমেন।

যিশাইয় ৭:১৪ অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।

প্রভুর দিন-৬

প্রশ্ন-১৬. কেন তিনি প্রকৃতরূপেই মানুষ এবং প্রকৃতরূপেই ধার্মিক?

উত্তর: কারণ ঈশ্বরের বিচার অনুসারে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য এমন এক মানুষের প্রয়োজন[১] যার মধ্যে কোনো পাপ নেই কারণ কোন পাপী অন্য পাপীকে উদ্ধার করতে পারে না।[২]

১. রোমীয় ৫:১২, অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল;

রোমীয় ৫:১৫ কিন্তু অপরাধ যেরূপ, অনুগ্রহ দানটী সেরূপ নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং আর এক ব্যক্তির-যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল।

২. ১ পিতর ৩:১৮ কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন—সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত—যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান।

যিশাইয় ৫৩:১১ তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।

প্রশ্ন-১৭. কেন তিনি একজন ব্যক্তি ও অন্যদিকে ঈশ্বর?

উত্তর: কারণ তিনি তার ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা মানুষের পাপ স্বভাবের জন্য[১] ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে[২] পুনরায় ধার্মিক জীবন দিতে সক্ষম।[৩]

১. ১ পিতর ৩:১৮ কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন—সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত—যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন।

প্রেরিত ২:২৪ ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছেন; কেননা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না।

যিশাইয় ৫৩:৮ তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।

২. ১ যোহন ১:২ আর সেই জীবন প্রকাশিত হইলেন, এবং আমরা দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি।

যিরমিয় ২৩:৬ তাঁহার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, "সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা।"

২ তীমথিয় ১:১০ এখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশপ্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন।

যোহন ৬:৫১ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে ভোজনের জন্য আপনার মাংস দিতে পারে?

প্রশ্ন-১৮. কে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারি? কে সেই ব্যক্তি যিনি প্রকৃত ধার্মিক ও অন্য দিকে ঈশ্বর?

উত্তর: আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।[১] যিনি আমাদেরকে জ্ঞান, ধার্মিকতা, পবিত্রতা এবং উদ্ধার দিয়েছেন।[২]

১. মথি ১:২৩ "দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানূয়েল" অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, 'আমাদের সহিত ঈশ্বর'।

১ তিমথীয় ৩:১৬ আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

লূক ২:১১ কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।

২. ১ করিন্থীয় ১:৩০ কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান–ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।

প্রশ্ন-১৯. কোথায় আপনি এই কথা জানতে পারেন?

উত্তর: পবিত্র সুসমাচার থেকে, যেখানে ঈশ্বর নিজেকে প্রথম এদন উদ্যানে প্রকাশিত করেছিলেন[১] এবং পরবর্তীতে আমাদের পিতৃপুরুষের মাধ্যমে[২] ও ভাববাদিদের দ্বারা[৩] যা ধর্মীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল[৪] এবং সর্বশেষে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।[৫]

১. আদিপুস্তক ৩:১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

২. আদিপুস্তক ২২:১৭-১৮ আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে; আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ।

আদিপুস্তক ২৮:১৪ তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় (অসংখ্য) হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে, এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

রোমীয় ১:২ যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভাববাদিগণের দ্বারা পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ইব্রীয় ১:১ ঈশ্বর পূর্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণকে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়াছেন।

যোহন ৫:৪৬ কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন।

৩. ইব্রীয় ১০:৭-৮ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি,–গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে– হে ঈশ্বর, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি।"

৪. রোমীয় ১০:৪ কেননা ধার্মিকতার নিমিত্ত, প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম।

ইব্রীয় ১৩:৮ যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন।

প্রভুর দিন - ৭

প্রশ্ন-২০. আদমের পাপের দ্বারা অভিশপ্ত প্রত্যেকটি মানুষ কী প্রভু যীশুর দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হবেন?

উত্তর: না, যারা প্রভু যীশুর দ্বারা বদ্ধমূল বা মজ্জাগত এবং যারা প্রকৃত বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার সমস্ত উপকারিতাকে গ্রহন করে[১]।

১. মথি ১:২১ তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

যিশাইয় ৫৩:১১ তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।

২. যোহন ১:১২-১৩ কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

রোমীয় ১১:২০ বেশ কথা, অবিশ্বাস হেতুই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং বিশ্বাস হেতুই তুমি দাঁড়াইয়া আছ।

ইব্রীয় ১০:৩৯ পরন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরিয়া পড়িবার লোক নহি, বরং প্রাণের রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক।

প্রশ্ন-২১. প্রকৃত বিশ্বাস কী?

উত্তর: প্রকৃত বিশ্বাস কোন বিশেষ জ্ঞান নয় বরং সে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করা যা ঈশ্বর নিজেকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে[১] প্রকাশিত করিয়াছেন[২] এবং পাপের ক্ষমা,[৩] অনন্তকালীন ধার্মিকতা[৪] এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে উদ্ধারের নিশ্চয়তা[৫] যা আমাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন।[৬]

১. যোহন ৬:৬৯ আর আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।

যোহন ১৭:৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

ইব্রীয় ১১:৩, ৬ বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা।

২. ইফিষীয় ৩:১২ তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, পাইয়াছি।

৩. রোমীয় ৪:১৬ এই জন্য উহা বিশ্বাস দ্বারা হয়, যেন অনুগ্রহ অনুসারে হয়; অভিপ্রায় এই, যেন সেই প্রতিজ্ঞা সমস্ত বংশের পক্ষে কেবল ব্যবস্থাবলম্বী বংশের পক্ষে নয়, কিন্তু অব্রাহামের বিশ্বাসাবলম্বী বংশেরও পক্ষে অটল থাকে; তিনি আমাদের সকলের পিতা।

রোমীয় ৪:২০-২১ তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

ইব্রীয় ১১:১ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।

ইফিষীয় ৩:১২ তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, পাইয়াছি।

রোমীয় ১:১৬ কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে।

১ করিন্থীয় ১:২১ কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।

প্রেরিত ১৬:১৪ আর থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী একটি ঈশ্বর-ভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; আর প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ করেন।

মথি ১৬:১৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যোহন ৩:৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

৪. রোমীয় ১০:১৪; ১৭ তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ বিশ্বাস দ্বারা হয়।

মথি ১৬:১৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যোহন ৩:৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

৫. রোমীয় ৫:১ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি।

৬. গালাতীয় ২:২০ খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

৭. রোমীয় ৩:২৪-২৬ উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিতহয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান—কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল—যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করেন।

প্রশ্ন-২২. খ্রীষ্টানদের অবশ্যকরণীয় বা অবশ্যপালনীয় বিশ্বাস কী?

উত্তর: নিঃসন্দেহে পালন করতে হবে ঈশ্বরের বাক্যে দত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি ও নিখিল বিশ্বব্যাপি বিশ্বাসসূত্রগুলি ।

১. যোহন ২০:৩১ কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

মথি ২৮:১৯-২০ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

প্রশ্ন-২৩. বিশ্বাস সূত্রগুলি কী কী?

উত্তর: ১.আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা।

২. এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট,

৩. যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন,

কুমারী মরিয়ম হইতে জন্ম নিলেন,

৪. পন্তিয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন, নরকে নামিলেন,

৫. তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন,

৬. স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন,

৭. তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতেআসিবেন।

৮. আমি পবিত্র আত্মায়,

৯. পবিত্র নিখিলবিশ্ব মণ্ডলীতে, সাধুদের সহভাগিতায়,

১০. পাপমোচনে,

১১. শরীরের পুনরুত্থানে ও

১২. অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন্

প্রভুর দিন - ৮

প্রশ্ন-২৪. এই বিশ্বাস কেমন ভাবে বিভক্ত?

উত্তর: তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম - পিতা ঈশ্বর ও তার সৃষ্টির বিষয়ে। দ্বিতীয় - ঈশ্বর পুত্র ও আমাদের উদ্ধারের বিষয়ে। তৃতীয়ত- পবিত্র আত্মা ও আমাদের পরিশুদ্ধতার বিষয়ে।

১. আদিপুস্তক ১

২. ১ পিতর ১:১৮-১৯ তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।

৩. ১ পিতর ১:২১-২২ তোমরা তাঁহারই দ্বারা সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন ও গৌরব দিয়াছেন; এইরূপে তোমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ঈশ্বরের প্রতি রহিয়াছে।

প্রশ্ন- ২৫. যদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় হন,[১] তবে কেন আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন আলাদা নামে ডাকি?

উত্তর: ঈশ্বর তাঁহার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন[২] যে এই তিন ব্যক্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে একই বা একজন - তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।

২. আদিপুস্তক ১:২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।

যিশাইয় ৬১:১ প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি।

যোহন ১৪:১৬-১৭ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।

১ যোহন ৫:৭ আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য।

যোহন ১:১৩ তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।

মথি ২৮:১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।

২ করিন্থীয় ১৩:১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক।

প্রভুর দিন - ৯

প্রশ্ন-২৬. কোন বিশ্বাসে আপনি বলতে পারেন যে "আমি স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন?

উত্তর : প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পরম পিতা ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সমগ্র জীবের পরিচালনা দান করিয়াছেন[১] ও তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে পরামর্শদান ও যত্নশীল হয়ে পরিচর্যা করছেন[২] তাই আমি তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।[৩] আমার কোন সন্দেহ নেই, তিনিই আমায় সব কিছু দিয়েছেন যা শরীর ও আত্মার প্রয়োজন।[৪] আমার সমস্ত পাপ ও দুঃখ[৫] থেকে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান[৬] ঈশ্বরই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।[৭]

১. আদিপুস্তক ১:২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গীতসংহীতা ৩৩:৬ আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।

২. আদিপুস্তক ১১৫:৩ আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন।

মথি ১০:২৯ দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না।

ইব্রীয় ১:৩ ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

যোহন ৫:১৭ কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কার্য করিতেছেন, আমিও করিতেছি।

৩. যোহন ১:১২, ১৬; কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

কারণ তাঁহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে পাইয়াছি, আর অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

রোমীয় ৮:১৫-১৬ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

গালাতীয় ৪:৫-৬ যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই। আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকটে হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি "আব্বা, পিতা" বলিয়া ডাকেন।

ইফিষীয় ১:৫ তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন।

১ যোহন ৩:১ দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটে। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই।

৪. গীতসংহীতা ৫৫:২২ তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভার অর্পণ কর; তিনিই তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন, কখনও ধার্মিককে বিচলিত হইতে দিবেন না।

মথি ৬:২৬ আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?

৫. রোমীয় ৮:২৮ আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে।

রোমীয় ৪:২১ ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

৬. রোমীয় ১০:১২ কারণ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান্।

মথি ৬:২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মর্চায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না।

মথি ৭:৯-১১ তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্না করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।

প্রভুর দিন-১০

প্রশ্ন-২৭. ঈশ্বরের দূরদর্শিতা বা ঈশ্বরীয় বিধান বলতে আপনি কী বোঝেন?

উত্তর: সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তির মহিমা সর্বত্রই বিরাজমান।[১] স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমস্ত সৃষ্ট জীব জগতকে তিনি পরিচালনা[২] করেন সুতরাং লতাগুল্ম বা ঘাস, খরা বা বৃষ্টি, সুফলা বা অনুৎপাদক বৎসর, খাদ্য ও পানীয়, সুস্থতা ও অসুস্থতা, ধনী ও গরিব[৩]-এই সমস্ত কিছু আমাদের জীবনে হঠাৎ আসে না[৪] বরং এ সমস্ত কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জীবনে আসে।[৫]

১. প্রেরিত ১৭:২৫-২৮ কোনো কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাহাদের সীমা স্থির করিয়াছেন; যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোন মতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া তাঁহার উদ্দেশ পায়; অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন। কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের কয়েক জন কবিও বলিয়াছেন, 'কারণ আমরাও তাঁহার বংশ'।

২. ইব্রীয় ১:৩ ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

৩. যিরমিয় ৫:২৪ তাহারা মনে মনে বলে না, আইস, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করি; তিনিই উপযুক্ত কালে প্রথম ও শেষ বর্ষার জল দেন; আমাদের জন্য ফসল কাটিবার নিয়মিত সপ্তাহ সকল রক্ষা করেন।

৪. প্রেরিত ১৪:১৭ তথাপি তিনি আপনাকে সাক্ষ্যবিহীন রাখেন নাই, কেননা, তিনি মঙ্গল করিতেছেন, আকাশ হইতে আপনাদিগকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক ঋতুগণ দিয়া ভক্ষ্যে ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন।

৫. যোহন ৯:৩ যীশু উত্তর করিলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কার্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমন হইয়াছে।

৬. হিতোপদেশ ২২:২ ধনবান ও দরিদ্র একত্র মিলে; সদাপ্রভু তাহাদের উভয়ের নির্মাতা।

ইয়োব ১:২১ আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব; সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক।

৭. মথি ১০:২৯-৩০ দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না।

ইফিষীয় ১:১১ তাঁহাতেই করা যাইবে, যাঁহাতে আমরা ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপও হইয়াছি। বাস্তবিক যিনি সকলই আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সাধন করেন, তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আমরা পূর্বে নিরূপিত হইয়াছিলাম।

প্রশ্ন-২৮. ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা-এটি আমাদের কাছে কী গুরুত্ব নিয়ে আসে?

উত্তর: যেন আমরা বিপরীত পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল[১] ও সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ[২] ও সমস্ত কিছু কার্যের জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বস্ত থাকি এবং কোন কিছুই যেন তার প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে[৩] কারণ সমস্ত কিছুই তার তালুতে আবদ্ধ এবং তার ইচ্ছা বিনা কোন কিছুই চলমান হওয়া সম্ভব নয়।[৪]

১. রোমীয় ৫:৩ কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি।

গীতসংহিতা ৩৯:১০ আমা হইতে তোমার আঘাত অন্তর কর, তোমার হস্তের প্রহারে আমি ক্ষীণ হইলাম।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১০ আর তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত সেই উত্তম দেশের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করিবে।

১ থিষলনীকীয় ৫:১৮ সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

৩. রোমীয় ৫:৩-৬ কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক

আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে। কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন।

৪. রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।

৫. ইয়োব ১:১২ তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ, তাহার সর্বস্বই তোমার হস্তগত; তুমি কেবল তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিও না। তাহাতে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহিরে গেল।

ইয়োব ২:৬ সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ, সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার প্রাণ থাকিতে দিও।

হিতোপদেশ ২১:১ সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা ফিরান।

প্রেরিত ১৭:২৪-২৮ ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না; কোনো কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন। আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাহাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন; যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোনো মতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া তাঁহার উদ্দেশ পায়; অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন। কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা যেমন তোমাদের কয়েকজন কবিও বলিয়াছেন, ‘কারণ আমরাও তাঁহার বংশ’।

প্রভুর দিন -১১

প্রশ্ন ২৯. যীশুকে কেন ঈশ্বরের পুত্র ও ত্রাণকর্তা বলা হয়?

উত্তর: কারণ তিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করিয়াছেন ও উদ্ধার দিয়েছেন।[১] কেবল মাত্র তার মাধ্যমেই আমরা উদ্ধার পাই অন্য কারো মাধ্যমে নয়।[২]

১. মথি ১:২১ তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

২. প্রেরিত ৪:১২ আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন কোনো নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

প্রশ্ন ৩০. যারা তাদের নিজ পরিত্রাণের অন্বেষী এবং সন্ত বা সজ্জনদের কল্যাণ সাধনকারি অথবা নিজেদের কিংবা অন্য কিছুর-তাহারা কী প্রভু যীশুকে একমাত্র উদ্ধার কর্তা বলে বিশ্বাস করেন?

উত্তর: তাহারা করে না। তারা শুধু তাদের বাক্যের মাধ্যমে যীশুর গৌরব করেন কিন্তু তাহারা প্রভু যীশুকে একমাত্র উদ্ধার কর্তা ও মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকার করেন না।[১] তাদের কাছে দুটোর মধ্যে একটা সত্য– প্রভু যীশু সম্পূর্ণ উদ্ধার কর্তা নয় বা যারা পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে উদ্ধার কর্তাকে গ্রহন করিয়াছেন এবং তাঁহার কাছেই উদ্ধারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস তাহারা খুঁজে পাবেন।[২]

১. ১ করিন্থীয় ১:১৩, ৩১; খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমাদের নিমিত্ত ক্রুশে হত হইয়াছে? অথবা পৌলের নামে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ? যেমন লেখা আছে, “যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক”।

গালাতীয় ৫:৪ তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্মিক গণিত হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ।

২. কলসীয় ২:২০ তোমরা যখন জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছ, তখন কেন জগজ্জীবীদের ন্যায় এই সকল বিধির অধীন হইতেছ।

যিশাইয় ৯:৬-৭ কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে—‘আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ’। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও

সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায় বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।

কলসীয় ১:১৯-২০ কারণ (ঈশ্বরের) এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, তাঁহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্যস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন।

প্রভুর দিন - ১২

প্রশ্ন ৩১. কেন প্রভু যীশুকে পরিত্রাতা বলা হয়?

উত্তর: কারণ তিনি পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত ও পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত[১] আমাদের মূখ্য ভাববাদি ও গুরু।[২] তিনি আমাদেরকে স্বর্গীয় গূঢ় তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য পিতা ঈশ্বরের চিন্তাকে ব্যক্ত করিয়াছেন[৩] এবং একমাত্র মহাযাজক হয়েছেন,[৪] যিনি বহুমূল্য শরীরকে আমাদের উদ্ধারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন[৫] এবং পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যস্থতা করিয়াছেন[৬] ও আমাদের অনন্ত কালের রাজা হয়েছেন।[৭] যিনি আমাদেরকে তার বহুমূল্য রক্তের দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন এবং তার বাক্য ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন ও আমাদেরকে পরিত্রাণের অনন্ত অংশীদার সুতরাং আমি তার পবিত্র নামকে স্বীকার করি এবং আমি আমার দেহকে জীবিত,পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করেছি তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, সেইজন্য এই জীবনে আমি স্বাচ্ছন্দে ও স্বজ্ঞানে পাপ ও শয়তানের সঙ্গে লড়াই করতে পারি এবং তিনি স্বর্গীয় শক্তিতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর রাজত্ব করেন।[৮]

১. ১ করিন্থীয় ৬:১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া গিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? তাহা দূরে থাকুক।

২. ১ যোহন ২:২৭ আর তোমরা তাঁহা হইতে যে অভিষেক পাইয়াছ,তাহা তোমাদের অন্তরে রহিয়াছে, এবং কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেক যেমন সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়, এমন কি, তাহা যেমন তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি তোমরা তাঁহাতে থাকে।

যোয়েল ২:২৮ আর তৎপরে এইরূপে ঘটিবে, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে।

৩. মথি ১০:৩২ অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।

৪. রোমীয় ১২:১ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত,পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা।

৫. ইফিষীয় ৬:১১-১২ ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলেরসহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।

১ তীমথিয় ১:১৮-১৯ বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার, যেন বিশ্বাস ও সৎসংবেদ রক্ষা কর; সৎসংবেদ দূরে ফেলাতে কাহারও বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে।

৬. ২ তীমথিয় ২:১২ যদি সহ্য করি, তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব, যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন।

প্রশ্ন ৩২ কেন আপনাকে খ্রীষ্টান বলা হয়?

উত্তর: কারণ আমি বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টের এক সদস্য এবং এইরূপে তাঁহার অভিষিক্ততাতে সহভাগিতা করি[১] সুতরাং আমি তাঁহার নাম স্বীকার করতে পারি ভাববাদী হিসাবে[২] যাজক হিসাবে তাঁহার কাছে নিজেকে এক জীবন্ত বলিদানে উৎসর্গ করি[৩] রাজা হিসাবে এই জীবন শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে[৪] এক মুক্ত ও উত্তম অনুভূতির সহিত যুদ্ধ করি[৫] এবং তাহার পরে সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁহার সহিত অনন্তকালীন রাজত্ব করি।[৬]

১. ১ করিন্থীয় ১২:১২
২. যোয়েল ২:২৮
৩. মথি ১০:৩২
৪. রোমীয় ১২:১
৫. গালাতীয় ৫:১৬-১৭
৬. মথি ২৫:৩৪
৭. তীমথিয় ২:১২

প্রভুর দিন - ১৩

প্রশ্ন ৩৩. কেন খ্রীষ্টকে ঈশ্বর পিতার একজাত পুত্র বলা হয় যেখানে আমরাও ঈশ্বরের পুত্র বলে বিবেচিত ?

উত্তর : কারন কেবল মাত্র খ্রীষ্টই ঈশ্বর পিতার একমাত্র সাংসারিক ও অনন্তকালিন পুত্র[১] কিন্তু আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার দত্তক পুত্র তাঁহার মহিমার জন্য।[২]

১. যোহন ১:১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

ইব্রীয় ১:২ এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইহাকেই সর্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।

২. রোমীয় ৮:১৫-১৭ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ—যদি বাস্তবিক আমরা তাঁহার সহিত দুঃখভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত প্রতাপান্বিতও হই।

ইফিষীয় ১:৫-৬ তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন। সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ৩৪. কেন যীশু খ্রীষ্টকেআমরা প্রভু বলে ডাকি?

উত্তর : কারন তিনি তার বহুমূল্য রক্তের দ্বারা[১] আমাদের শরীর ও আত্মাকে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন[২] এবং আমাদেরকে শয়তানের সমস্ত শক্তি থেকে উদ্ধার করে তার দৃষ্টিতে আমাদেরকে মূল্যবান করিয়াছেন।[৩]

১. ১ পিতর ১:১৮-১৯ তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের মহমুল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।

১ করিন্থীয় ৬:২০ আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

প্রভুর দিন - ১৪

প্রশ্ন ৩৫. 'তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহন করেছিলেন' - এই কথার অর্থ কী?

উত্তর: তিনি ঈশ্বর পিতার পবিত্র এবং অনন্তকালীন সন্তান যিনি প্রকৃতই ঈশ্বর ছিলেন।[১] তিনি শরীর এবং রক্তে কুমারী মরিয়মের গর্ভে[২] পবিত্র আত্মার শক্তিতে জন্মগ্রহন করেন[৩] যাতে তিনি প্রকৃতই দায়ুদের বংশধর[৪] হন ও বিনা পাপে[৫] সমস্ত পরিক্ষায় পরিক্ষীত হন।[৬]

১. যোহন ১:১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

কলসীয় ১:১৫ ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত।

গীতসংহীতা ২:৭ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন,তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।

রোমীয় ৯:৫ পিতৃপুরুষেরা তাহাদের, এবং মাংসের সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য, আমেন।

১ যোহন ৫:২০ আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সত্যময়কে জানি; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন।

২. যোহন ১:১৪ আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।

গালাতীয় ৪:৪ কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন।

৩. মথি ১:১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে।

লুক ১:৩৫ দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।

৪. গীতসংহীতা ১৩২:২ তিনি তো সদাপ্রভুর কাছে শপথ করিয়াছিলেন, যাকোবের একবীরের কাছে মানত করিয়াছিলেন।

প্রেরিত ২:৩০ ভালো, তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন।

রোমীয় ১:১৩ আর হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এ বিষয় অজ্ঞাত থাক, আমি বার বার তোমাদের কাছে আসিবার মনস্থ করিয়াছি—আর এ পর্যন্ত নিবারিত হইয়া আসিয়াছি—যেন পরজাতীয় অন্য সকল লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও কোন ফল প্রাপ্ত হই।

৫. ফিলিপীয় ২:৭ কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন।

ইব্রীয় ৪:১৫।

প্রশ্ন ৩৬. খ্রীষ্টের পবিত্র ও খ্রীষ্ট জন্ম আমাদের কাছে কী অর্থ বহন করে?

উত্তর : তিনিই আমাদের মধ্যস্থতাকারী।[১] তিনি আমাদের জন্ম ও জন্মের পরবর্তী পাপকে তার পবিত্র এবং ধার্মিকতার দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে আমাদের মুক্ত করেন।[২]

১. ইব্রীয় ২:১৬-১৭ কারণ তিনি তো দূতগণের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন।

২. গীত সংহীতা ৩২:১ ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।

১ করিন্থীয় ১:৩০ কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।

রোমীয় ৮:৩৪ খ্রীষ্ট যীশু তো মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রভুর দিন - ১৫

প্রশ্ন ৩৭. 'তিনি দুঃখভোগ করলেন'- এই কথা আমাদের কাছে কী অর্থ বহন করে?

উত্তর : তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন বিশেষ করে তার শেষ জীবনে তিনি সমস্ত মানুষের অধার্মিকতার জন্য আপন প্রাণকে উৎসর্গ করলেন[১] যাতে তিনি আমাদের শরীর ও আত্মাকে অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন[২] এবং আমাদের কে ধার্মিকতা ও অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য[৩] পিতা ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করতে পারেন।[৪]

১. ১ পিতর ২:২৪ কেননা "মর্ত্যমাত্র তৃণের তুল্য, ও তাহার সমস্ত কান্তি তৃণপুষ্পের তুল্য; তৃণ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং পুষ্প ঝরিয়া পড়িল।

যিশাইয় ৫৩:১২ এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপ ভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

২. ১ যোহন ২:২ আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক।

রোমীয় ৩:২৫ তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান—কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন ৩৮. কেন তিনি পীলাতের বিচারাধীনে দুঃখভোগ করলেন?

উত্তর : তিনি নির্দোষ হয়েও এক জন পার্থিব বিচারকের কাছ থেকে শাস্তি ভোগ করলেন[১] যাতে তিনি ঈশ্বরের ভয়াবহ বিচার থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন।[২]

১. লুক ২৩:১৪ তোমরা এ ব্যক্তিকে আমার নিকটে এই বলিয়া আনিয়াছ যে, এ লোককে বিপথে লইয়া যায়; আর দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করিলেও, তোমরা ইহার উপরে যে সকল দোষ আরোপ করিতেছ, তাহার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইলাম না।

যোহন ১৯:৪ তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমি ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না।

গীতসংহীতা ৬৯:৪ যাহারা অকারণে আমার বিদ্বেষী, তাহারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অনেক আমার উচ্ছেদার্থী মিথ্যাবাদী শত্রুগণ বলবান; আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহাও আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইল।

২. গালাতীয় ৩:১৩-১৪ খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"। যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

প্রশ্ন ৩৯. তার অন্য রকমের মৃত্যু থেকে ক্রুশীয় মৃত্যু কী আমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : হ্যাঁ কারণ ক্রুশীয় মৃত্যু যা আমার জন্য সঞ্চিত ছিল তিনি আমার পরিবর্তে নিজেকে ক্রুশারোপণ করলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন।[১]

১. দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩ তুমি তাহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দেও, তবে তাহার শব রাত্রিতে গাছের উপরে থাকিতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয় সেই দিনই তাহাকে কবর দিবে; কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতেছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি অশুচি করিবে না।

গালাতীয় ৩:১৩ খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্ত শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"।

প্রভুর দিন - ১৬

প্রশ্ন ৪০. মৃত্যুতেও যীশুর নম্রতার কী প্রয়োজন ছিল?

উত্তর : ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠ বিচার ও সত্যকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য[১] কারণ ঈশ্বর পুত্রের মৃত্যু দ্বারাই আমাদের পাপ থেকে মুক্তির পূর্ণতা।[২]

১. আদিপুস্তক ২:১৭ আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে।

২. ইব্রীয় ২:৯-১০ কিন্তু দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্পই ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি, তিনি মৃত্যুভোগ হেতু প্রতাপ ও সমাদর মুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। কেননা যাঁহার কারণ সকলই ও যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল যে, তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন সম্বন্ধে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ করেন।

ফিলিপীয় ২:৮ এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।

প্রশ্ন ৪১. তিনি কেন কবরস্থ হলেন?

উত্তর : তিনি প্রকৃতই মৃত এটা প্রমান করার জন্য।[১]

১. প্রেরিত. ১৩:২৯ আর তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা সিদ্ধ করিলে পর তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া কবরে সমাহিত করিল।

মার্ক ১৫:৪৩, ৪৬ অরিমাথিয়ার যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেন; তিনি সাহসপূর্বক পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্না করিলেন।

যোষেফ একখানি চাদর কিনিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে জড়াইলেন, এবং শৈলে ক্ষোদিত এক কবরে রাখিলেন; পরে কবরের দ্বারে একখান পাথর গড়াইয়া দিলেন।

প্রশ্ন ৪২. যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরন করিয়াছেন তাহলে আমাদের মৃত্যুর কী প্রয়োজন?

উত্তর : আমাদের মৃত্যু আমাদের পাপের পরিশোধ নয় কিন্তু আমাদের পাপের লোপ মাত্র। আমাদের মৃত্যু দ্বারা আমারা অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হই।[১]

১. যোহন ৫:২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে।

ফিলিপীয় ১:২৩ অথচ আমি দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন ৪৩. খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ ও ক্রুশে মৃত্যু বরণ আমাদের কী ভাবে উপকৃত করে?

উত্তর : আমাদের পুরাতন জীবন প্রভু যীশুর সাথে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে এবং কবরস্থ হয়[১] যাতে আমাদের শারীরিক অধর্ম জনিত পাপ আর আমাদের মধ্যে পুনরায় কর্তৃত্ব না[২] করে এটাই হবে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিজনক উৎসর্গ।[৩]

১. রোমীয় ৬:৬-৮ আমরা তো ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি। কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে ধার্মিক গণিত হইয়াছে। আর আমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি, তখন বিশ্বাস করি যে, তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও হইব।

২. রোমীয় ৬ :১২ অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্য দেহে রাজত্ব না করুক—করিলে তোমরা তাহার অভিলাষ-সমূহের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে।

৩. রোমীয় ১২:১ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা।

প্রশ্ন ৪৪. 'তিনি মৃত্যুলোকে অবতরন করলেন' - এই কথাটি যুক্ত হয়েছে কেন?

উত্তর : আমার মহাপরীক্ষায় আমি সুনিশ্চিত ও স্বান্তনা পাই যে, আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যাতনাগ্রস্ত হইলেন, ক্ষতবিক্ষত হইলেন ও দুঃখ ভোগ করিলেন[১] বিশেষ করে যখন তিনি ক্রুশারোপিতছিলেন যাতে তিনি আমাকে নরকের দুঃখ ও যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করতে পারেন।[২]

১. যিশাইয় ৫৩:১০ আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে?

মথি ২৭:৪৬ আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, ''এলী এলী লামা শবক্তানী, '' অর্থাৎ ''ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?''

প্রভুর দিন-১৭

প্রশ্ন ৪৫. খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি?

উত্তর : প্রথমত - তিনি তার পুনরুত্থানের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন যাতে তিনি আমাদেরকে তার ধার্মিকতার সহভাগী করেন যা তিনি তার মৃত্যুর দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।[১]

দ্বিতীয়ত - তার পরাক্রমে আমরা নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার পুনরুত্থান আমাদেরকে সুনিশ্চিত করে যে আমরাও পুনরুত্থিত হব।[২]

১. ১ করিন্থীয় ১৫:১৬ কেননা মৃতগণের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই।

২. রোমীয় ৬:৪ অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি।

কলসীয় ৩:১ অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই ঊর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন।

৩. ১ করিন্থীয় ১৫:১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন যে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তখন তোমাদের কেহ কেহ কেমন করিয়া বলিতেছে যে, মৃতগণের পুনরুত্থান নাই?

রোমীয় ৮:১১ আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্য দেহকে জীবিত করিবেন।

প্রভুর দিন - ১৮

প্রশ্ন ৪৬. 'তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন' - আমাদের কাছে এর অর্থ কী?

উত্তর : প্রভু যীশু তার শিষ্যদের সম্মুখে পৃথিবী থেকে স্বর্গে উন্নিত হলেন[১] এবং আমাদেরই জন্য তিনি সেখানে অনুরোধ করছেন[২] এবং তিনি আবার আসবেন জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে।[৩]

১. প্রেরিত. ১:৯ এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

মার্ক ১৬:১৯ তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।

২. ইব্রীয় ৪:১৪ ভালো, আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি।

রোমীয় ৮:৩৪ খ্রীষ্ট যীশু তো মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন।

ইফিষীয় ৪:১০ যিনি নামিয়াছিলেন, তিনিই সকল স্বর্গের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, যেন সকলই পূরণ করেন।

প্রশ্ন ৪৭. তাহলে কী তিনি পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন না যেমন তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?[১]

উত্তর : প্রভু যীশুখ্রীষ্ট একই সঙ্গে মানুষ এবং ঈশ্বর, মনুষ্য চরিত্রকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য তিনি আর পৃথিবীতে নেই[২] **কিন্তু ঐশ্বরিকত্বের মর্যাদার জন্য তিনি তার প্রতাপে,অনুগ্রহে ও আত্মায় কোন সময়ই আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত নয়।**[৩]

১. প্রেরিত ৩:২১ যাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাঁহারা পুরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন।

যোহন ৩:১৩ কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।

যোহন ১৬:২৮ আমি পিতা হইতে বাহির হইয়াছি, এবং জগতে আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি, এবং পিতার নিকটে যাইতেছি।

মথি ২৮:২০ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

প্রশ্ন ৪৮. কিন্তু যদি তার ঐশ্বরিক গুণাবলির জন্য তার মনুষ্য গুণাবলির অবলুপ্তি হয় তাহলে কী খ্রীষ্টের দুটি চরিত্র একে অন্যের বিপরীত নয়?

উত্তর : কখনই না। তার ঐশ্বরিকত্ব সর্বব্যাপী ও অন্তহীন।[১] **যা তার পক্ষে সম্ভব তা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। তার দুটি চারিত্রিক গুণাবলি একে অন্যের সঙ্গে ঐক্য সাধন করে।**[২]

১. প্রেরিত ৭:৪৯ ‘‘স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ; প্রভু কহেন, তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করিবে?

মথি ২৪:৩০ আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং ‘‘মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপে আসিতে’’ দেখিবে।

২. মথি ২৮:২০ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

যোহন ১৬:২৮ আমি পিতা হইতে বাহির হইয়াছি, এবং জগতে আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি, এবং পিতার নিকটে যাইতেছি।

যোহন ১৭:১১ আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ—যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক।

যোহন ৩:১৩ কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।

প্রশ্ন ৪৯. যীশুর স্বর্গারোহণ আমাদের কাছে কী গুরুত্ব বহন করে?

উত্তর : প্রথমত - তিনি স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য মধ্যস্থকারি।[১]

দ্বিতীয়ত - প্রভু যীশুতে আমরা সুনিশ্চিত যে আমরাও এক দিন পুনরুত্থিত হব এবং আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তার আত্মা দ্বারা একদিন স্বর্গে মিলিত হব।[২] **যেহেতু প্রভুতে আমাদের মনুষ্য চরিত্র তাই আমাদের শরীর ও একদিন স্বর্গে উত্থিত হবে। পুনরুত্থানের পরে প্রথমে আমাদের আত্মা ও তারপরে আমাদের শরীর উত্থিত হবে।**

খ্রীষ্টের শরীর স্বর্গে এটা আমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরাও একদিন স্বর্গে যাব এবং স্বর্গে আমাদের শরীর ও আত্মার জন্য স্থান প্রস্তুত করা আছে।[৩]

তৃতীয়ত- তিনি আমাদেরকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি হিসাবে পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা প্রভু যীশুকে দেখতে পাই ও উর্দ্ধস্থানের বিষয়ে জানতে পারি যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন।[৪]

১. ইব্রীয় ৯:২৪ কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই–এ তো প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপমাত্র–কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন।

১ যোহন ২:২ আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক।

রোমীয় ৮:৩৪ খ্রীষ্ট যীশু তো মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন।

২. যোহন ১৪:২ আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।

ইফিষীয় ২:৬ এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন।

৩. যোহন ১৪:১৬ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।

২ করিন্থীয় ১:২২ আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়াছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়াছেন।

২ করিন্থীয় ৫:৫ আর যিনি আমাদিগকে ইহারই নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে আত্মা বায়না দিয়াছেন।

৪. কলসীয় ৩:১ অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই উর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন।

ফিলিপীয় ৩:২০ কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রভুর দিন - ১৯

প্রশ্ন ৫০. ' ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন' - এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর : তিনি মৃতগনের মধ্য হইতে উঠেছেন ও স্বর্গীয় স্থানে গমন করিয়াছেন যাতে সমস্ত আধিপত্য,কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উপরে এবং যতনাম কেবল এই যুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়,তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে মস্তক করে মণ্ডলীকে দান করলেন;[১] সেই মণ্ডলী তাঁহার দেহ, তাঁহারই পূর্ণাতাস্বরূপ, যিনি সর্ববিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন।[২]

১. ইফিষীয় ১:২০-২২ যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন।

কলসীয় ১:১৮ আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন।

২. মথি ২৮:১৮ তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।

যোহন ৫:২২ কারণ পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারভার পুত্রকে দিয়াছেন।

প্রশ্ন ৫১. 'তিনি আমাদের মস্তক' - এই কথাটি আমাদের কাছে ঈশ্বরের কী মহিমা প্রকাশ করে?

উত্তর : প্রথমত - তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে স্বর্গীয় অনুগ্রহে ঘিরে রেখেছেন।[১]

দ্বিতীয়ত - তিনি তাঁহার পরাক্রমে শয়তানের সমস্ত শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করিয়াছেন।[২]

১. ইফিষীয় ৪:৮ এই জন্য উক্ত আছে, "তিনি উর্ধ্বে উঠিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন।"

২. গীতসংহীতা ২:৯ তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে, কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড করিবে।

যোহন ১০:২৮ আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না।

প্রশ্ন ৫২. ' যীশু খ্রীষ্ট জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আবার আসবেন' - এই কথা আমাদেরকে কী সন্তুষ্টি প্রদান করে?

উত্তর : যিনি আমার সমস্ত দুঃখ, যাতনা ও পাপের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের বিচারে আহুতি দিলেন এবং আমার সমস্ত অভিশাপ থেকে আমাকে মুক্ত করিয়াছেন,[১] আবার স্বর্গ থেকে তিনি বিচার করতে আসবেন এবং তিনি আমার ও তাঁহার সমস্ত শত্রুকে অনন্তকালীন দণ্ডদেবেন এবং স্বর্গীয় জয় ও মহিমায় তিনি আমাকে তাঁহার সমস্ত মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাকে স্বর্গে গ্রহণ করবেন।[২]

১. লূক ২১:২৮ কিন্তু এই সকল ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা উর্দ্ধদৃষ্টি করিও, মাথা তুলিও, কেননা তোমাদের মুক্তি সন্নিকট।

২. মথি ২৫:৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন।

প্রভুর দিন - ২০

প্রশ্ন ৫৩. পবিত্র আত্মা সম্পর্কে তুমি কী বিশ্বাস কর?[১]

উত্তর : প্রথমত - তিনি পিতা ঈশ্বর, পুত্রের মতই সত্য ও অনন্তকালীন ঈশ্বর।

দ্বিতীয়ত - তিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং প্রকৃত বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্ট দেহের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করিয়াছেন[২] এবং তাঁহার সমস্ত উপযোগীতা দিয়েছেন[৩] যাতে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন[৪] এবং যাতে আমি তাঁহার সঙ্গে চিরকালের জন্য অবস্থিতি করি।[৫]

১. আদিপুস্তক ১:২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

যিশাইয় ৪৮:১৬ তোমরা আমার নিকটে আইস, এই কথা শুন, আমি আদি অবধি গোপনে কহি নাই; যে অবধি সেই ঘটনা হইতেছে, সেই অবধি আমি তথায় বর্তমান। আর এখন প্রভু সদাপ্রভু আমাকে ও তাঁহার আত্মাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

১ করিন্থীয় ৩:১৬ তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?

২. মথি ২৮:১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।

২ করিন্থীয় ১:২২ আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়াছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়াছেন।

৩. গালাতীয় ৩:১৪ যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

১ পিতর ১:২ পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক।

৪. প্রেরিত ৯:৩১ তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।

৫. যোহন ১৪:১৬ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।

১ পিতর ৪:১৪ তোমরা যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের আত্মা, এমনকী, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন।

প্রভুর দিন - ২১

প্রশ্ন ৫৪. প্রভু যীশুর ‘ পবিত্র বিশ্ব মণ্ডলী’ বলতে আমরা কী বুঝতে পারি?

উত্তর : ঈশ্বর পুত্র[১] পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত[২] তিনি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিদের একত্রিত,[৩] রক্ষিত ও সংরক্ষিত করিয়াছেন[৪] পবিত্র আত্মা ও বাক্যের দ্বারা[৫] সমস্ত মানব জাতি থেকে, তিনি এক মণ্ডলীতে একত্রিত করিয়াছেন[৬] যেখানে সমস্ত ব্যক্তি সত্য প্রকৃত বিশ্বাসে সম্মত এবং সেইজন্য আমি[৭] অনন্তকালের[৮] জন্য জীবন্ত সদস্য হয়েও থাকব।[৯]

১. যোহন ১০:১১ আমিই মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করি।

আদিপুস্তক ২৬:৪ আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

২. রোমীয় ৯:২৪ আর যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, কেবল যিহূদীদের মধ্য হইতে নয়, পরজাতিদেরও মধ্য হইতে আমাদিগকেই করিয়াছেন।

ইফিষীয় ১:১০ তাঁহার সেই হিতসঙ্কল্প অনুসারে যাহা তিনি কালের পূর্ণতার বিধান লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতে পূর্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই খ্রীষ্টেই সংগ্রহ করা যাইবে।

৩. যোহন ১০:১৬ আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়; তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে।

৪. যিশাইয় ৫৯:২১ সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সে সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও দূর করা যাইবে না; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৫. দ্বিতীয়বিবরণ ১০:১৪-১৫ দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর। কেবল তোমার পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতে সদাপ্রভুর সন্তোষ ছিল, আর তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মতো সর্বজাতির মধ্যে তোমাদিগকে মনোনীত করিলেন।

৬. প্রেরিত ১৩:৪৮ ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লাদিত হইল, ও প্রভুর বাক্যের গৌরব করিতে লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল।

৭. ১ করিন্থীয় ১:৮-৯ আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখিবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে অনিন্দনীয় রাখিবেন। ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছে।

রোমীয় ৮:৩৫ খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ সংশয়? কি খড়গ? যেমন লেখা আছে, “তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি; আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইলাম।”

প্রশ্ন ৫৫. ‘ শিষ্যদের অংশ গ্রহন’–বলতে তুমি কী বুঝতে পার?

উত্তর : প্রথমত-যারা প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করে তাহারা প্রত্যেকেই প্রভু যীশুর দেহের অংশ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য, দানের ও উপহারের অংশীদার।[১]

দ্বিতীয়ত-যাতে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং উৎকৃষ্ঠতার সঙ্গে আমরা যে অনুগ্রহের দান পেয়েছি তার ব্যবহার করি যেন শুধু আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখি।[২]

১. যোহন ১:৩-৪ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত। আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য এ সকল লিখিতেছি।

রোমীয় ৮:৩২ যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্বক দান করিবেন না?

১ করিন্থীয় ১২:১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।

২. ১ করিন্থীয় ১৩:৫ গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না।

ফিলিপীয় ২:৪-৬ এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতে হউক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না।

প্রশ্ন ৫৬. 'পাপের ক্ষমা প্রদান' বলতে তুমি কী বুঝতে পার?

উত্তর : আমার জীবনের সমস্ত পাপ ও অধার্মিকতা যার জন্য সারা জীবন আমি যন্ত্রণাগ্রস্ত ছিলাম,[১] **প্রভু যীশুর সন্তুষ্টির জন্য ঈশ্বর তা আর মনে রাখেন না কিন্তু অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে প্রভু যীশুর ধার্মীকতা আমাকে দেন**[২] **যেন আমি ঈশ্বরের বিচারে দণ্ডিত না হই।**[৩]

১. ১ যোহন ২:২ আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক।

২ করিন্থীয় ৫:১৯, ২১ বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতেছিলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন।

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই।

২. যিরমিয় ৩১:৩৪ 'তোমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হও,' এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন; কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।

গীতসংহীতা ১০৩:৩-৪, ১০, ১১ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন। তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন।

রোমীয় ৮:১-৩ অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।

৩. যোহন ৩:১৮ যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

প্রভুর দিন - ২২

প্রশ্ন ৫৭. 'শরীরের পুনরুত্থান' - তোমাকে কী সান্ত্বনা দেয়?

উত্তর : আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মা প্রভু যীশুর কাছে চলে যাবে কারণ খ্রীষ্ট তার মস্তক[১] কিন্তু আমার শরীরও খ্রীষ্ট যীশুর শক্তিতে পুনরুত্থিত হবে এবং পুনরায় আমার আত্মার সঙ্গে তা একত্রিত হইবে এবং খ্রীষ্টের মহিমাময় / অপরূপ দেহে পরিনত করিবেন।[২]

১. লুক ২৩:৪৩ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

ফিলিপীয় ১:২৩ অথচ আমি দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।

২. ১ করিন্থীয় ১৫:৫৩ কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে।

ইয়োব ১৯:২৫-২৬ কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব।

প্রশ্ন ৫৮. ‘ অনন্ত জীবন’ - এই সূত্র আপনাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেয়?

উত্তর : যখন থেকে আমি তা জানতে পেরেছি তখন থেকে আমি আমার হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি,[১] এই মাংসিক জীবনের পর পরকালে আমি প্রকৃত পরিত্রাণ পাইব যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না বা কানেও শোনা যায় না বা মানুষের হৃদয়ও যা চিন্তা করে না এবং সেইজন্য আমি সর্বদা ঈশ্বরের প্রশংসা করব।[২]

১. ২ করিন্থীয় ৫:২-৩ কারণ বাস্তবিক আমরা এই তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া আর্তস্বর করিতেছি, ইহার উপরে স্বর্গ হইতে প্রাপ্য আবাস পরিহিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; পরিহিত হইলে পর আমরা তো উলঙ্গ থাকিব না।

২ করিন্থীয় ৫:৬ অতএব আমরা সর্বদা সাহস করিতেছি, আর জানি, যত দিন এই দেহে নিবাস করিতেছি, তত দিন প্রভু হইতে দূরে প্রবাস করিতেছি।

রোমীয় ১৪:১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

২. গীতসংহীতা ১০:১১ সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি মুখ লুকাইয়াছেন, কখনও দেখিবেন না।

৩. ১ করিন্থীয় ২:৯ কিন্তু যেমন লেখা আছে, “চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।”

প্রভুর দিন - ২৩

প্রশ্ন ৫৯. কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস- আপনাকে কীভাবে উপকৃত করবে?

উত্তর : যাতে আমি ঈশ্বরের নিকটে খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় ধার্মিক ও অনন্ত জীবনের অংশীদার হতে পারি।[১]

১. রোমীয় ৫:১ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি।

রোমীয় ১:১৭ কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কতো অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে।

যোহন ৩:৩৬ যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।

প্রশ্ন ৬০. কীভাবে আপনি ঈশ্বরের নিকটে ধার্মিক হবেন?

উত্তর : কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্টের উপর প্রকৃত বিশ্বাস করে।[১] আমার জ্ঞানে আমি নির্লজ্জ যে আমি ঈশ্বরের কোন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পালন না করেও তা পূর্ণ করেছি[২] যদিও আমার মনে সমস্ত পাপের প্রবণতা,[৩] আমার জ্ঞানে ও কার্যে আমি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে অসমর্থ[৪] কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অসীম অনুগ্রহে,[৫] করুণায়,

ধার্মিকতায় এবং তাঁহার পবিত্রতায় তিনি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণতা দিয়েছেন[৬] যা তিনি আমার জন্য অধিগ্রহণ করিয়াছেন[৭] এবং ঐ সমস্তই আমি খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা পেয়েছি।[৮]

১. রোমীয় ৩:২২ ঈশ্বর দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্তে—কারণ প্রভেদ নাই।

গালাতীয় ২:১৬ তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোনো মর্ত্য ধার্মিক গণিত হইবে না।

ইফিষীয় ২:৮-৯ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে।

২. রোমীয় ৩:৯ তবে দাঁড়াইল কি? আমাদের অবস্থা কি অন্য লোকদের হইতে শ্রেষ্ঠ? তাহা দূরে থাকুক; কারণ আমরা ইতিপূর্বে যিহূদী ও গ্রীক উভয়ের বিরুদ্ধে দোষ দিয়াছি যে, সকলই পাপের অধীন।

৩. রোমীয় ৭:২৩ কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে।

৪. রোমীয় ৩:২৪ উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়।

৫. তীত ৩:৫ তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।

ইফিষীয় ২:৮-৯ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে।

৬. রোমীয় ৪:৪-৫ তাহার বেতন তো তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া নয়, প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়।

২ করিন্থীয় ৫:১৯ বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতেছিলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন।

৭. ১ যোহন ২:১ হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট।

৮. রোমীয় ৩:২৪-২৫ উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান—কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

১০. রোমীয় ৩:২৮ কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থার কার্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়।

যোহন ৩:১৮ যে তাঁহাকে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

প্রশ্ন ৬১. কেন আপনারা বলেন যে, আপনারা বিশ্বাসের দ্বারাই ধার্মিক?

উত্তর : আমি আমার বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ যোগ্য নই, কিন্তু প্রভু যীশুর সন্তুষ্টি, ধার্মিকতা ও পবিত্রতার জন্যই আমি ঈশ্বরের নিকট ধার্মিক পরিগনিত হয়েছি[১] এবং এটা আমি অন্য কোন ভাবে পেতে পারি না কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব।[২]

১. গীতসংহীতা ১৬:২ আমি সদাপ্রভুকে বলিয়াছি তুমিই আমার প্রভু; তুমি ব্যতীত আমার মঙ্গল নাই।

ইফিষীয় ২:৮-৯ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে।

২. ১ করিন্থীয় ১:৩০ কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।

১ করিন্থীয় ২:২ কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই, জানিব।

৩. ১ যোহন ৫:১০ ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে; ঈশ্বরে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে; কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা সে বিশ্বাস করে নাই।

প্রভুর দিন - ২৪

প্রশ্ন ৬২. কেন আমাদের ভাল কার্য সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের ধার্মিকতা প্রমান করে না?

উত্তর : কারণ যে ধার্মিকতা ঈশ্বরের বিচারে গ্রহন যোগ্য তা অবশ্যই সঠিক এবং স্বর্গীয় সমস্ত ব্যবস্থার পরিপূরক হতে হবে।[১] বাস্তবিক এই জীবনে আমাদের সমস্ত ভালো কার্যই অসম্পূর্ণ ও শাপের অধীন।[২]

১. গালাতীয় ৩:১০ বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত"।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৬ আর তোমার শব খেচর পক্ষীসমূহের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে; কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না।

২. যিশাইয় ৬৪:৬ আমরা তো সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়।

প্রশ্ন ৬৩. যা ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের জীবনে ও ভবিষ্যতের জন্য দেবেন সেই সমস্ত ভালো কার্য কী আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নয়?

উত্তর: ঐ উপহার আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নয়[১] বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহে।[২]

১. লুক ১৭:১০ সেই প্রকারে সমস্ত আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমরাও বলিও আমার অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম।

প্রশ্ন ৬৪. এই ধর্মীয় তত্ত্ব কী মানুষকে অমনোযোগী/যত্নহীন এবং অধার্মিক করে না?

উত্তর: কখনই না। যারা প্রকৃত বিশ্বাসে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে গ্রথিত তাদের পক্ষে ধন্যবাদের ফল বহন করা অসম্ভব।[১]

১. মথি ৭:১৭-১৮ সেই প্রকারে প্রত্যেক ভালো গাছে ভালো ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ভালো গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভালো ফল ধরিতে পারে না।

যোহন ১৫:৫ আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।

প্রভুর দিন - ২৫

প্রশ্ন ৬৫. কেবলমাত্র আমরা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের ও তাঁহার সমস্ত অনুগ্রহের অংশীদার, কখন এই বিশ্বাস হিত অর্থ বহন করে?

উত্তর : পবিত্র আত্মা[১] যিনি আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের কার্য করেন সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে[২] এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।[৩]

১. ইফিষীয় ২:৮ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান।

ইফিষীয় ৬:২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে শান্তি, এবং বিশ্বাসের সহিত প্রেম, ভ্রাতৃগণের প্রতি বর্তুক।

ফিলিপীয় ১:২৯ যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগও কর।

২. মথি ২৮:১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।

রোমীয় ৪:১১ আর তিনি ত্বকচ্ছেদ চিহ্ন পাইয়াছিলেন; ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক্ থাকিতে তাঁহার ছিল; উদ্দেশ্য এই, যেন অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় যাহারা বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের সকলের পিতা হন, যেন তাহাদের পক্ষে সেই ধার্মিকতা গণিত হয়।

প্রশ্ন ৬৬. ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী?

উত্তর : ধর্মিয় অনুষ্ঠান গুলি পবিত্র, দর্শনীয় চিহ্ন ও শীলমহোর যা ঈশ্বর পৃথিবীর সমাপ্তি অবধি মনোনীত করিয়াছেন যা পালনের মাধ্যমে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং যা পবিত্র সুসমাচারে বর্ণিতআছে[১]-আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন যা প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে আত্ম বলিদানের মাধ্যমে আমাদের জন্য অর্জন করিয়াছেন।[২]

১. আদিপুস্তক ১৭:১১ তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে।

রোমীয় ৪:১১ আর তিনি ত্বকছেদচিহ্ন পাইয়াছিলেন; ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক্ থাকিতে তাঁহার ছিল; উদ্দেশ্য এই, যেন অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় যাহারা বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের সকলের পিতা হন, যেন তাহাদের পক্ষে সেই ধার্মিকতা গণিত হয়।

যাত্রাপুস্তক ১২

লেবীয় ৬:২৫ তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল, পাপার্থক বলির এই ব্যবস্থা; যে স্থানে হোমবলির হনন হয়, সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে পাপার্থক বলিরও হনন হইবে; তাহা অতি পবিত্র।

প্রেরিত ২২:১৬ আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।

প্রেরিত ২:৩৮ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

মথি ২৬:২৮ কারণ ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পাতিত হয়।

প্রশ্ন ৬৭. পৃথিবীর অন্ত অবধি কি বাক্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অভিষিক্ত ও নির্বাচিত যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রভু যীশুর ক্রুশে আত্মবলিদান কে স্মরণ করিয়ে দেয়?

উত্তর : হ্যাঁ, পবিত্র আত্মা আমাদের কে সুসমাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে আমাদের পরিত্রাণ প্রভু যীশুখ্রীষ্টের একবার আত্ম উৎসর্গের মাধ্যমে যা তিনি ক্রুশে আমাদের জন্য অর্জন করিয়াছেন।[১]

১. রোমীয় ৬:৩ অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি।

গালাতীয় ৩:২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।

প্রশ্ন ৬৮. কতগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নতুন নিয়মে স্বীকৃতি দিয়েছেন?

উত্তর : দুটি, পবিত্র বাপ্তিস্ম ও পবিত্র প্রভুর ভোজ।[১]

১. ১ করিন্থীয় ১০:২-৪ এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, এবং সকলে একই আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিলেন; আর, সকলে একই আত্মিক পেয় পান করিতেন, যাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল; আর সেই শৈল খ্রীষ্ট।

প্রভুর দিন - ২৬

প্রশ্ন ৬৯. কীভাবে আপনি নিশ্চিত হবেন যে পবিত্র বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ক্রুশে প্রভু যীশুর একমাত্র আত্ম উৎসর্গ আপনার জীবনে প্রকৃত আনন্দ দেবে?

উত্তর : প্রভু যীশু জলে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে এই সত্যকে প্রতিস্থাপন করিয়াছেন যে জলে বাহ্যিক ধৌত করনের মাধ্যমে তাঁহার প্রতিশ্রুতি মতো তিনি তাঁহার রক্ত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা আমার আত্মার সমস্ত দূষণ, যা আমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করিয়াছেন।[১] যখন আমি জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণকরি তার অর্থ আমার সমস্ত পাপ থেকে তিনি আমাকে ধৌত বা মুক্ত করিয়াছেন।[২]

১. মথি ২৮:১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।

প্রেরিত. ২:৩৮ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

২. মার্ক ১৬:১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।

মথি ৩:১১ আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান্; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবার যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন।

রোমীয় ৬:৩ অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি?

৩. মার্ক ১:৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

লুক ৩:৩ তাহাতে তিনি যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন ৭০. প্রভু যীশুর রক্ত ও আত্মার দ্বারা আমাদের কী ধৌত বা মুক্ত হয়?

উত্তর : ঈশ্বরের কাছ থেকে বিনামূল্যে আমাদের পাপের ক্ষমা পাওয়া, প্রভু যীশুর রক্তের মূল্যে যা তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে উৎসর্গ করিয়াছেন[১] এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুনীকরণ ও পবিত্র করনের মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁহার সহভাগীতায় নিয়েছেন যাতে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ও নিঃকলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারি।[২]

১. ইয়োব ১২:২৪ তিনি পৃথিবীর জনাধ্যক্ষদের হৃদয় হরণ করেন, পথহীন মরুভূমিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান।

১ পিতর ১:২ পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

২. যোহন ১:৩৩ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবিস্থিতি করিতে দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন।

রোমীয় ৬:৪ অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি।

কলসীয় ২:১১ আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদে, মাংসের দেহ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদে, ছিন্নত্বক্‌ হইয়াছ।

প্রশ্ন ৭১. প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কোথায় আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যখন আমরা জলে বাপ্তিস্ম গ্রহন করি তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার রক্ত ও আত্মা দ্বারা আমাদের পাপকে ধৌত করেন?

উত্তর : বাপ্তিস্মের সমন্ধে পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে - তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিক্ষা দাও এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর।[১] যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।[২] বাপ্তিস্ম সম্পর্কে পুনরায় উল্লেখ আছে যেখানে বাপ্তিস্মকে পুনর্জন্মের স্নান ও পাপ থেকে মুক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে।[৩]

১. মথি ২৮:১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।

২. মার্ক ১৬:১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।

৩. প্রেরিত ২২:১৬ আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।

প্রভুর দিন - ২৭

প্রশ্ন ৭২. জল দ্বারা বাহ্যিক বাপ্তিস্ম কী আমাদের পাপকে ধৌত করে?

উত্তর : না, কেবলমাত্র প্রভু যীশুর রক্ত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের সমস্ত পাপ ধৌত হয়।[১]

১. মথি ৩:১১ আমি তোমাদিগকে মনপরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান্; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন।

১ পিতর ৩:২১ আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম—অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎসংবেদের নিবেদন—তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে।

১ যোহন ১:৭ কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।

১ করিন্থীয় ৬:১১ আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ।

প্রশ্ন ৭৩. তাহলে পবিত্র আত্মা কেন বাপ্তিস্মকে 'পুনর্জন্মের স্নান' ও 'সমস্ত পাপ ধৌত করণ' বলেছেন?

উত্তর : ঈশ্বর শুধু আমাদের এই শিক্ষাদেন যে যেমন ভাবে আমরা জল দ্বারা বাহ্যিক ভাবে শরীরকে ধৌত করি ঠিক সেই ভাবেই প্রভু যীশুর রক্ত দ্বারা আমাদের সমস্ত পাপ ধৌত হয়[১] কিন্তু তিনি বিশেষ ভাবে স্বর্গীয় প্রেম ও চিহ্নের দ্বারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন যে প্রভু যীশু আত্মিকভাবে আমাদের সমস্ত পাপকে ধৌত করিয়াছেন যেমন আমরা জল দ্বারা বাহ্যিক ভাবে আমাদের শরীরকে ধৌত করি।[২]

১. প্রকাশিত বাক্য ১:৫ তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন, রোদন করিও না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ, দায়ূদের মূলস্বরূপ, তিনি ঐ পুস্তক ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্ত বিজয়ী হইয়াছেন।

১ করিন্থীয় ৬:১১ আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ।

২. মার্ক ১৬:১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।

গালাতীয় ৩:২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।

প্রশ্ন ৭৪. শিশুদের কী বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত?

উত্তর: শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী এবং পবিত্র চুক্তির অঙ্গীকার ভুক্ত।[১] প্রভু যীশু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা আলাদা নয় এবং প্রভু যীশুর রক্ত ও পবিত্র আত্মা আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করিয়াছেন।[২] সুতরাং শিশুদের কে পবিত্র চুক্তি, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর অংশ করা এবং অন্য পরজাতীয় বাচ্চাদের

থেকে আলাদা করার জন্য তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া প্রয়োজন।[৩] যেমন পুরাতন নিয়মে সুন্নত (ত্বকচ্ছেদ) করার মাধ্যমে[৪] তেমনই তা নতুন নিয়মে বাপ্তিস্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫]

১. আদিপুস্তক ১৭:৭ আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব।

প্রেরিত ২:৩৯ কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

২. ১ করিন্থীয় ৭:১৪ কেননা তাঁহার কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের জন্য শ্লাঘা করিয়া থাকি, তাহাতে লজ্জিত হই নাই; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সকলই সত্যভাবে বলিয়াছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত সেই শ্লাঘাও সত্য হইল।

যোয়েল ২:১৬ প্রজা লোকদিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর, প্রাচীনগণকে আহ্বান কর, বালকবালিকাদিগকে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর, বর আপন বাসরগৃহ হইতে, কন্যা আপন অন্তঃপুর হইতে নির্গত হউক।

মথি ১৯:১৪ কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা স্বর্গ-রাজ্য এই মতো লোকদেরই।

৩. লুক ১:১৪-১৫ আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান্ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে।

গীতসংহীতা ২২:১০ গর্ভ হইতে আমি তোমার হস্তে নিক্ষিপ্ত; আমার মাতৃজঠর হইতে তুমিই আমার ঈশ্বর।

প্রেরিত ২:৩৯ কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

৪. প্রেরিত ১০:৪৭ তখন পিতর উত্তর করিলেন, এই যে লোকেরা আমাদেরই ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ কি জল নিবারণ করিয়া ইহাঁদের বাপ্তাইজিত হইবার বাধা দিতে পারে?

১ করিন্থীয় ১২:১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।

১ করিন্থীয় ৭:১৪ কেননা অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সেই ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না হইলে তোমাদের সন্তানগণ অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা পবিত্র।

৫. আদিপুস্তক ১৭:১৪ কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।

৬. কলসীয় ২:১১-১৩ আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বক্ছেদে, মাংসের দেহ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বক্ছেদে, ছিন্নত্বক্ হইয়াছ; ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতে তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, ঈশ্বরের কার্যসাধনে বিশ্বাস দ্বারা হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন। আর ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বক্ছেদে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

প্রভুর দিন - ২৮

প্রশ্ন ৭৫. ক্রুশের উপর প্রভু যীশুর আত্ম বলিদান ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সুফলকে কীভাবে ঈশ্বর প্রভুর ভোজের মধ্যদিয়ে তাঁহার আদেশ এবং নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন?

উত্তর: প্রভু যীশু আমাকে ও সমস্ত বিশ্বাসীকে তাঁহার রুটি ও তাঁহার পেয়ালায় পান করতে বলেছেন যাতে আমরা প্রভু যীশুর ক্রুশে আত্ম বলিদানকে স্মরণ করতে পারি।[১] তাঁহার শরীর আমার জন্য ক্রুশোরপিত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং আমার জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন যখন আমি আমার চোখে প্রভু যীশুর ভগ্ন রুটি এবং পেয়লা দেখি তা আমায় মনে করিয়ে দেয় প্রভু যীশু আমার আত্মাকে অনন্ত জীবনের জন্য তৈরি করছেন। যখন আমি

পরিচালকের কাছ থেকে রুটি ও পান পাত্র থেকে পান করি তা আমার কাছে প্রভু যীশুর শরীর এবং রক্তের চিহ্নস্বরূপ।[২]

১. মথি ২৬:২৬-২৮ পরে তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্তে নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পাতিত হয়।

মার্ক ১৪:২২-২৪ তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা লও, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান করিলেন। আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য পাতিত হয়।

লূক ২২:১৯-২০ পরে তিনি রুটি লইয়া ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, বলিলেন, ইহা আমার শরীর, যাহা তোমাদের নিমিত্ত দেওয়া যায়, ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। আর সেইরূপে তিনি ভোজন শেষ হইলে পানপাত্রটি লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়।

১ করিন্থীয় ১০:১৬-১৭ আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী।

১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, ও কহিলেন, 'ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া কহিলেন, 'এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'।

প্রশ্ন ৭৬. প্রভু যীশুর ক্রুশোরপিত শরীর ভক্ষণ ও তাঁহার রক্ত পান করার অর্থ কী?

উত্তর : এটা কেবল মাত্র বিশ্বাসীদের কাছে প্রভু যীশুর দুঃখ ভোগ ও তাঁহার মৃত্যু নয় এবং সমস্ত পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্তি এবং অনন্ত জীবনের কথা স্মরণ করাই নয়,[১] কিন্তু আমরা যাতে প্রভু যীশুর শরীরের সঙ্গে[২] সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার দ্বারা সংযুক্ত হতে পারি[৩] এবং প্রভু যীশুর অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস হতে পারি[৪] এবং আমরা এক শরীর, এক প্রাণ এবং এক আত্মা হিসাবে বাস করতে পারি।[৫]

১. যোহন ৬:৩৫ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনও না।

যোহন ৬:৪০ কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।

যোহন ৬:৪৭-৪৮ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। আমিই জীবন-খাদ্য।

যোহন ৬:৫০-৫১ আমি সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য।

যোহন ৬:৫৩-৫৪ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদিগেতে জীবন নাই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।

২. যোহন ৬:৫৫ কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।

৩. প্রেরিত. ৩:২১ যাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃ স্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাঁহারা পুরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন।

প্রেরিত. ১:৯-১১ এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন, আর তাঁহারা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে, দেখ, শুক্লবস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন; আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।

১ করিন্থীয় ১১:২৬ কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার, প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।

৪. ইফিষীয় ৫:২৯-৩২ কেহ তো কখনও নিজ মাংসের প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর প্রতি করিতেছেন; কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ।

১ করিন্থীয় ৬:১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া গিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? তাহা দূরে থাকুক।

১ করিন্থীয় ৬:১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।

১ করিন্থীয় ৬:১৯ অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?

১ যোহন ৩:২৪ আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন।

৫. যোহন ৬:৫৬-৫৮ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে থাকি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে; পিতৃপুরুষেরা যেমন খাইয়াছিল, এবং মরিয়াছিল, সেইরূপ নয়; এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে।

ইফিষীয় ৪:১৫-১৬ কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তদ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে।

প্রশ্ন ৭৭. কোথায় প্রভু যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁহার শরীর ও রক্ত দ্বারা তাঁহার বিশ্বাসীদের প্রতিপালন করবেন যখন তাহারা বিশ্বাসে তাঁহার রুটি ভোজন এবং পান পাত্রে পান করিবে?

উত্তর : পবিত্র প্রভুরভোজ সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখ আছে-প্রভু যীশু যে রাত্রে সমর্পিত হন , সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, ও কহিলেন, 'ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পান পাত্রও লইয়া কহিলেন, 'এই পান পাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'।[১] কারণ যত বার এই রুটি ভোজন কর, এবং পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।[২]

১. ১ করিন্থীয় ১১:২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন।

২. যাত্রাপুস্তক ২৪:৮ পরে মোশি সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন।

ইব্রীয় ৯:২০ "এ সেই নিয়মের রক্ত, যে নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশে আদেশ করিলেন।"

৩. যাত্রাপুস্তক ১৩:৯ আর ইহা চিহ্নের জন্য তোমার হস্তে ও স্মরণের জন্য তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে; যেন সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকে, কেননা সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা মিসর হইতে তোমাকে বাহির করিয়াছেন।

১ করিন্থীয় ১১:২৬ কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।

৪. ১ করিন্থীয় ১০:১৬-১৭ আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী।

প্রভুর দিন - ২৯

প্রশ্ন ৭৮. রুটি ও দ্রাক্ষারস কী প্রকৃতরূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শরীর ও রক্তে পরিনত হয়?

উত্তর : না, যেমন বাপ্তিস্মে জল প্রভু যীশুখ্রীষ্টের রক্তে পরিনত হয় না বা আমাদের পাপ ধুয়ে যায় না এটা কেবল মাত্র একটা চিহ্ন বা নিশ্চয়তা যা ঈশ্বর দ্বারা মনোনিত সেইরূপে প্রভুর ভোজের রুটিও যীশুর দেহে পরিনত হয় না, এটা কেবল মাত্র একটা আত্মিক শান্তি[১] ও স্বস্তির মূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে পালিত ধর্মানুষ্ঠান,[২] এটাকে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দেহ বলা হয়।[৩]

১. ১ করিন্থীয় ১০:১-৪ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা অজ্ঞাত থাক যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে ছিলেন, ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন; এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, এবং সকলে একই আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিলেন; আর, সকলে একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহারা এমন এক আত্মিক শৈল হইতে পান করিতেন, যাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল; আর সেই শৈল খ্রীষ্ট।

১ পিতর ৩:২১ আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম—অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎসংবেদের নিবেদন—তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে।

যোহন ৬:৩৫ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনও না।

যোহন ৬:৬২-৬৩ তবে মনুষ্যপুত্র পূর্বে যেখানে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁহাকে উঠিতে দেখিলে কি বলিবে?

২. ১ করিন্থীয় ১০:১৬ আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সভভাগিতা নয়?

১ করিন্থীয় ১১:২০ তোমরা যখন এক স্থানে সমবেত হও, তখন প্রভুর ভোজ ভোজন করা হয় না, কেননা ভোজনকালে প্রত্যেক জন অপরের অগ্রে তাহার নিজের ভোজ গ্রহণ করে।

৩. আদিপুস্তক ১৭:১০-১১ তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে।

আদিপুস্তক ১৭:১৪ কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।

যাত্রাপুস্তক ১২:২৬-২৭ আর তোমাদের সন্তানগণ যখন তোমাদিগকে বলিবে, তোমাদের এই সেবার তাৎপর্য কি? তোমরা কহিবে, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্বীয় যজ্ঞ, মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিসরে ইস্রায়েল সন্তানদের গৃহ সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন লোকেরা মস্তক নমনপূর্বক প্রণিপাত করিল।

যাত্রাপুস্তক ১২:৪৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, নিস্তারপর্বীয় বলির বিধি এই; অন্য জাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না।

যাত্রাপুস্তক ১২:৪৮ আর তোমার সহিত প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে নিজ পুরুষ পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক্ হইয়া ইহা পালনার্থে আগমন করুক, সে দেশজাত লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না।

প্রেরিত ৭:৮ আর তিনি তাঁহাকে ত্বক্‌ছেদের নিয়ম দিলেন; আর এইরূপে অব্রাহাম ইস্‌হাককে জন্ম দিলেন, এবং অষ্টম দিবসে তাঁহার ত্বক্‌ছেদ করিলেন; পরে ইস্‌হাক যাকোবের, এবং যাকোব সেই বারো জন পিতৃকুলপতির জন্ম দিলেন।

মথি ২৬:২৬ পরে তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর।

মার্ক ১৪:২৪ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য পাতিত হয়।

প্রশ্ন ৭৯. কেন প্রভু যীশু বলেছেন রুটি ও দ্রাক্ষরস তাঁহার নতুন নিয়মের শরীর ও রক্ত এবং পৌল বলেছেন 'খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে অংশ গ্রহন কর'?

উত্তর : খ্রীষ্ট আমাদের শিখিয়েছেন যেমন রুটি এবং দ্রাক্ষরস আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ঠিক তেমনই যীশুখ্রীষ্টের ক্ষতবিক্ষত শরীর এবং রক্ত হল আমাদের আত্মার প্রকৃত মাংস ও পানীয় যা আমাদের অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায়।[১] কিন্তু এই বাহ্যিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠান আমাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রভু যীশুর শরীরে অংশগ্রহণ করি এবং যখন আমরা তা গ্রহন করি তখন আমরা তাঁহার কথা স্মরণ করি,[২] তাঁহার সমস্ত দুঃখ এবং আজ্ঞাপালন আমাদের হয় ও আমরা আমাদের পাপের জন্য দুঃখভোগকে অনুভব করি এবং ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের পাপের সন্তুষ্টি প্রদান করি।[৩]

১. যোহন ৬:৫১ যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য।

যোহন ৬:৫৫-৫৬ কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে থাকি।

২. ১ করিন্থীয় ১০:১৬-১৭ আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী।

১ করিন্থীয় ১১:২৬-২৮ কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন। অতএব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটি ভোজন কিংবা পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক।

ইফিষীয় ৫:৩০ কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ।

৩. রোমীয় ৫:৯ সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

রোমীয় ৫:১৮-১৯ অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্মিকতার একটি কার্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হইল। কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে।

রোমীয় ৮:৪ যেন আমরা যাহারা মাংসের বশে নয়, কিন্তু আত্মার বশে চলিতেছি, ব্যবস্থার ধর্মবিধি সেই আমাদিগকে সিদ্ধ হয়।

প্রভুর দিন - ৩০

প্রশ্ন ৮০. প্রভুর ভোজ এবং পোপের দেওয়া ভোজের পার্থক্য কী?

উত্তর : প্রভুর ভোজ আমাদের কে পরিক্ষিত করে যে আমরা আমাদের সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, যা প্রভু যীশুর একমাত্র আত্ম উৎসর্গ।[১] তিনি ক্রুশের উপরে একবারেই আমাদের জন্য অর্জন করিয়াছেন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা প্রভু যীশুর সঙ্গে একত্রিত হয়েছি,[২] তিনি মনুষ্য স্বভাবের নিমিত্ত আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে[৩] এবং আমাদের উপাসনা গ্রহণ করছেন -রোমান ক্যাথলিকদের দেওয়া ভোজ আমাদের শিক্ষা দেয় জীবিত কী মৃত কেউই খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের দ্বারা তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ

পান নাই যখন না খ্রীষ্ট নিজ শরীরকে রক্ত এবং মাংসেরূপে পরহিতকে তাদের জন্য সম্পৃত না করেন সুতরাং তাহারা খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ ও একমাত্র আত্ম উৎসর্গ কে অস্বীকার করে যা মূর্তিপূজার সমতুল্য।[৪]

১. ইব্রীয় ৭:২৭ ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে নিজ পাপের, পরে প্রজাবৃন্দের পাপের নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর পক্ষে আবশ্যক নয়, কারণ আপনাকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই কার্য একবারে সাধন করিয়াছেন।

ইব্রীয় ৯:১২ সেই তাম্বু দিয়া-ছাগদের ও গৌবৎসদের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে—একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জন করিয়াছেন।

ইব্রীয় ৯:২৬ কেননা তাহা হইলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার তাঁহাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যুগপর্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন।

মথি ২৬:২৮ কারণ ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পাতিত হয়।

লুক ২২:১৯-২০ পরে তিনি রুটি লইয়া ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, বলিলেন, ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। আর সেইরূপে তিনি ভোজন শেষ হইলে পানপাত্রটি লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়।

২ করিন্থীয় ৫:২১ যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই।

২. ১ করিন্থীয় ৬:১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।

১ করিন্থীয় ১২:১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।

৩. ইব্রীয় ১:৩ ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

ইব্রীয় ৮:১ এই সমস্ত কথার সার এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা-সিংহাসনের দক্ষিণে, উপবিষ্ট হইয়াছেন।

৪. যোহন ৪:২১-২৩ যীশু তাহাকে বলেন, হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর; এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমরা না এই পর্বতে, না যিরূশালেমে পিতার ভজনা করিবে। তোমরা যাহা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি, তাহার ভজনা করিতেছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন।

কলসীয় ৩:১ অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই ঊর্ধ্ব স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন।

ফিলিপীয় ৩:২০ কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

লুক ২৪:৫২-৫৩ আর তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন; এবং নিরন্তর ধর্মধামে থাকিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন।

প্রেরিত ৭:৫৫ কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতাপ রহিয়াছে, এবং যীশু ঈশ্বরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আছেন।

৫. যিশাইয় ১:১১ সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের বলিদানবাহুল্যে আমার প্রয়োজন কি? মেষের, হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছু সন্তোষ নাই।

যিশাইয় ১:১৪ আমার প্রাণ তোমাদের অমাবস্যা ও নিরূপিত উৎসব সকল ঘৃণা করে; সে সকল আমার পক্ষে ক্লেশকর, আমি সে সকল বহনে পরিশ্রান্ত হইয়াছি।

মথি ১৫:৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।

কলসীয় ২:২২-২৩ সেই সকল বস্তু তো ভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তই হইয়াছে। ঐ সকল বিধি মনুষ্যদের বিবিধ আদেশ ও ধর্মসূত্রের অনুরূপ। স্বেচ্ছাপূজা, নম্রতা ও দেহের প্রতি নির্দয়তাক্রমে এই সকল জ্ঞান নামে কীর্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার বিরুদ্ধে কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।

যিরমিয় ২:১৩ কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে; জীবন্ত জলের উনুই যে আমি, আমাকে তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; আর আপনাদের জন্য কূপ খুদিয়াছে সেগুলি ভগ্ন কূপ, জলাধার হইতে পারে না।

যিরমিয় ৫০:১ সদাপ্রভু যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা বাবিলের বিষয়ে, কল্‌দীয়দের দেশের বিষয়ে, যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই।

প্রশ্ন ৮১. কাদের জন্য প্রভুর ভোজ প্রতিষ্ঠিত ?

উত্তর : যারা প্রকৃতই নিজ পাপের জন্য মর্মাহত এবং বিশ্বাস করেন যে তাহারা প্রভু যীশুর দ্বারা তাদের সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবেন এবং তাদের সমস্ত দূর্বলতা প্রভু যীশুর মৃত্যুতে লুকাইত হবে এবং যারা ইচ্ছা করবেন বিশ্বাস কে সুদৃঢ় করতে ও পবিত্র জীবনযাপন করতে। যারা ভণ্ড, যারা নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের দিকে মন পরিবর্তন করবেন না তাহারা ভোজন ও পানের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিচারে দণ্ডিত হইবেন।[১]

১. মথি ৫:৩ ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।

মথি ৫:৬ ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

লুক ১৫:১৮-১৯ আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মতো আমাকে রাখ।

২. গীতসংহীতা ১০৩:৩ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন।

৩. গীতসংহীতা ১১৬:১২-১৪ আমি সদাপ্রভু হইতে যে সকল মঙ্গল পাইয়াছি, তাহার পরিবর্তে তাঁহাকে কি ফিরাইয়া দিব? আমি পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করিব, এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকিব। আমি সদাপ্রভুর কাছে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব; তাঁহার সমস্ত প্রজার সাক্ষাতেই করিব।

১ পিতর ২:১১-১২ প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে।

৪. ১ করিন্থীয় ১০:২০ বরং পরজাতিগণ যাহা যাহা বলিদান করে, তাহা ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করে, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়; আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা ভূতদের সহভাগী হও।

১ করিন্থীয় ১১:২৮ কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক।

তীত ১:১৬ তাহারা স্বীকার করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কার্যে তাঁহাকে অস্বীকার করে; তাহারা ঘৃণাস্পদ ও অবাধ্য এবং সমস্ত সৎক্রিয়ার পক্ষে অপ্রামাণিক।

গীতসংহীতা ৫০:১৬ কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন, আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার? তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ?

প্রশ্ন. ৮২. যারা পাপ স্বীকার করিয়াছেন ও জীবিত আছেন এবং নিজেদের কে অবিশ্বাসী ও অধার্মিক বলে মনে করেন তাহারা কী প্রভুরভোজে অংশ গ্রহন করতে পারেন?

উত্তর : না, এটা ঈশ্বরের চুক্তি অনুয়ায়ি ধর্মবিরুদ্ধ এবং ঈশ্বরের ক্রোধ সমগ্র মণ্ডলীর উপর বর্তিবে।[১] **সুতরাং যা প্রভু যীশু ও তাঁহার প্রেরিত দ্বারা যাহা মনোনিত হয়েছে এবং এটা সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দায়িত্ব/কর্তব্য যে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে স্বর্গ রাজ্যের চাবির দ্বারা বহিষ্কৃত করা হবে যতক্ষণ না তাহারা নিজ জীবনকে পরিবর্তন না করে।**

১. ১ করিন্থীয় ১০:২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র, তোমরা এই উভয় পাত্রে পান করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ, তোমরা এই উভয় মেজের অংশী হইতে পার না।

১ করিন্থীয় ১১:৩০-৩১ যদি আমি ধন্যবাদের সহিত ভোজন করি, তবে যাহার নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার জন্য কেন নিন্দিত হই? অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।

যিশাইয় ১:১১ সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের বলিদানবাহুল্যে আমার প্রয়োজন কি? মেষের, হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছু সন্তোষ নাই।

যিশাইয় ১:১৩ অসার নৈবেদ্য আর আনিও না; ধূপদাহ আমার ঘৃণিত; অমাবস্যা, বিশ্রামবার, সভার ঘোষণা—আমি অধর্মযুক্ত পর্বসভা সহিতে পারি না।

যিরমিয় ৭:২১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন; তোমরা আপনাদের অন্যান্য বলির সহিত হোমবলি যোগ কর, মাংস খাইয়া ফেল।

গীতসংহীতা ৫০:১৬ কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন, আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার? তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ?

গীতসংহীতা ৫০:২২ তোমরা যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতেছ, ইহা বিবেচনা কর, পাছে আমি তোমাদিগকে বিদীর্ণ করি, আর উদ্ধার করিবার কেহ না থাকে।

২. মথি ১৮:১৭-১৮ আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।

প্রভুর দিন - ৩১

প্রশ্ন ৮৩. স্বর্গরাজ্যের মূখ্য বিষয় কী কী?

উত্তর : পবিত্র সুসমাচার প্রচার করা এবং খ্রীষ্টিয় নিয়ামানুবর্তী জীবনযাপন করা। এই দুটির দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত হয় ও অবিশ্বাসীদের কাছে তা বন্ধ হয়।[১]

১. মথি ১৬:১৯ আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

২. যোহন ২০:২৩ তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল; যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।

৩. মথি ১৮:১৫-১৮ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোনো অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।" আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

প্রশ্ন ৮৪. পবিত্র সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্য উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়?

উত্তর : প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে এটা ঘোষিত ও সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যেকটি বিশ্বাসীর জন্য, যে যখন তাহারা নিজ হৃদয় থেকে মঙ্গল সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিকে গ্রহন করবে তখন ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আত্ম বলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করেন অন্য দিকে যারা প্রকৃতরূপে মনপরিবর্তন না করেন তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধের সম্মুখীন হবেন এবং অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করিবেন কারন তাহারা খ্রীষ্টেতে অনাবৃত। সুসমাচার অনুসারে ঈশ্বর তাদের বিচার করিবেন এই জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে।[১]

১. মথি ১৮:২৯ তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।

২. যোহন ৩:১৮ যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

যোহন ৩:৩০ উহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে।

মার্ক ১৬:১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।

৩. ২ থিষলনীকীয় ১:৭-৯ এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন, (ইহা তখনই হইবে) যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরাক্রমের দূতগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন, এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে।

যোহন ২০:২১-২৩ তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর; তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল; যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।

মথি ১৬:১৯ আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

রোমীয় ২:২ আর আমরা জানি, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যের অনুযায়ী।

রোমীয় ২:১৩-১৭ কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক, এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন করে, তাহারাই ধার্মিক গণিত হইবে—কেননা যে পরজাতিরা কোন ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়; যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে—যে দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন। তুমি হয় তো যিহূদী নামে আখ্যাত, ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করিতেছ, ঈশ্বরের শ্লাঘা করিতেছ, ব্যবস্থা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাত আছ।

প্রশ্ন ৮৫. খ্রীষ্টিয় আজ্ঞা অনুবর্তীতার মাধ্যমে কীভাবে স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়?

উত্তর : খ্রীষ্টের আজ্ঞা বা আদেশ অনুসারে যারা খ্রীষ্টিয় আদেশমালার মধ্যে আছেন এবং তা নিরন্তর পালন করছেন না তাহারা যদি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ও মণ্ডলীর দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের জীবনের অধার্মিকতা, ভুল ও ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যদি তাহারা তাদের অবমাননা করেন ও নিজেদেরকে পরিবর্তন না করেন তা হলে তাদেরকে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করা হইবে এবং ঈশ্বরও তাদেরকে খ্রীষ্টের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন[১] এবং যখন তাহারা প্রতিশ্রুতি করবেন ও খ্রীষ্টিয় আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করবেন তখন তাদেরকে আবার খ্রীষ্টের সদস্য ও মণ্ডলীর সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।[২]

১. মথি ১৮:১৫ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে।

২. ১ করিন্থীয় ৫:১১-১২ কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখিতেছি যে, ভ্রাতা নামে আখ্যাত কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার সংসর্গে থাকিতে নাই, এমন ব্যক্তির সহিত আহার করিতেও নাই। বস্তুতঃ বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি? ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না?

৩. মথি ১৮:১৫-১৮ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।" আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

৪. রোমীয় ১২:৭-৯

১ করিন্থীয় ১২:২৮

১ তীমথিয় ৫:১৭
২ থিষলনীকীয় ৩:১৪
৫. মথি ১৮:১৭
১ করিন্থীয় ৫:৩-৫
৬. ২ করিন্থীয় ২:৬-৮
২ করিন্থীয় ২:১০-১১
লুক ১৫:১৮

প্রভুর দিন - ৩২

প্রশ্ন ৮৬. আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নয় বরং প্রভু যীশুর অসীম অনুগ্রহে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, তা হলে কেন আমাদেরকে ভালো কাজ করতে হবে?

উত্তর : প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার প্রতিমূর্তিতে, তাঁহার বহু মূল্য রক্ত দ্বারা আমাদেরকে আমাদের পাপ ধৌত ও মুক্ত এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুনীকৃত করিয়াছেন।[১] সেইজন্য যাতে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বর কে তাঁহার আর্শীবাদের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি[২] এবং তাঁহার বিশ্বাসে আমাদের ভালো কার্য আমাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা প্রদান[৩] করে কারণ সেই ভালো কার্যের দ্বারা আমরা অন্যদের প্রভু যীশুতে লাভ করতে পারি।[৪]

১. ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

রোমীয় ৬:১৩ আর আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর।

রোমীয় ১২:১-২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

২ পিতর ২:৫ আর তিনি পুরাতন জগতের প্রতি মমতা করেন নাই, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনিলেন, তখন আর সাত জনের সহিত ধার্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন।

২ পিতর ২:৯-১০ ইহাতে জানি, প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্মিকদিগকে দণ্ডাধীনে বিচার দিনের জন্য রাখিতে জানেন। বিশেষতঃ যাহারা মাংসের অনুবর্তী হইয়া অশুচি ভোগের অভিলাষে চলে, ও প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। তাহারা দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী; যাহারা গৌরবের পাত্র, তাহাদের নিন্দা করিতে ভয় করে না।

২. মথি ৫:১৬ তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।

১ পিতর ২:১২ আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে।

৩. ২ পিতর ১:১০ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা এ সকল করিলে তোমরা কখনও উছোট খাইবে না।

গালাতীয় ৫:৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদের কোন শক্তি নাই, অত্বকছেদেরও নাই, কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্যসাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত।

গালাতীয় ৫:২৪ আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে।

৪. ১ পিতর ৩:১-২ তদ্রূপ, হে ভার্যা সকল, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও; যেন কেহ কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য হয়, তথাপি যখন তাহারা তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তখন বাক্য বিহীনে আপন আপন ভার্য্যার আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা হয়।

মথি ৫:১৬ তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।

রোমীয় ১৪:১৯ অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।

প্রশ্ন ৮৭. যারা তুষ্টকর্ম, অধার্মিকতার জীবনযাপন করেন তাহারা কী পরিত্রাণ পান নাই, তাহারা কী ঈশ্বরের নয়?

উত্তর : কখনই না। পবিত্র শাস্ত্র মতে কোন অশুচী, কলুষিত, ভ্রষ্ট, ব্যভিচারি, অশালীন, লোভী, চোর, ডাকাত, মদাকসক্ত ব্যক্তি, প্রতিমাপূজক, মিথ্যাবাদী, অন্যের দুর্নামকরা, অপবাদ দেওয়া, প্রভৃতি ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী নয়।[১]

১. ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

ইফিষীয় ৫:৫-৬ কেননা তোমরা নিশ্চয় জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী কি লোভী—সে তো প্রতিমাপূজক—কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পায় না। অনর্থক বাক্য দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা এই সকল দোষ প্রযুক্ত অবাধ্যতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্তে।

১ যোহন ৩:১৪-১৫ আমরা জানি যে, মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করি; যে কেহ প্রেম না করে, সে মৃত্যু মধ্যে থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে না।

গালাতীয় ৫:২১ দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

প্রভুর দিন - ৩৩

প্রশ্ন ৮৮. মানুষের কতগুলি অংশ তার রূপান্তরে বা পরিবর্তন সাধনে অংশগ্রহন করে?

উত্তর : দুটি অংশ : - পুরাতন মনুষ্যকে বিসর্জন এবং নতুন মনুষ্যে দ্রুত পরিবর্তন।[১]

১. রোমীয় ৬:৪-৬ অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি। কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব।

ইফিষীয় ৪:২২-২৩ যেন পূর্বকালীন আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ কর, যাহা প্রতারণার বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে; আর আপন আপন মনের ভাবে যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও।

কলসীয় ৩:৫ অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুস্যাৎ কর, যথা, বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ তো প্রতিমাপূজা।

১ করিন্থীয় ৫:৭ পুরাতন তাড়ী বাহির করিয়া দেও; যেন তোমরা নূতন তাল হইতে পার—তোমরা তো তাড়ীশূন্য। কারণ আমাদের নিস্তারপর্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট।

প্রশ্ন ৮৯. পুরাতন মনুষ্যের পরিবর্তন কী?

উত্তর : মানুষের পাপ ও অধর্ম সকল যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক হৃদয়ে ক্ষমা প্রর্থনা করা ও তার থেকে দূরে থাকা।[১]

১. গীতসংহীতা ৫১:৩ কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি; আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে।

গীতসংহীতা ৫১:৮ আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শুনাও; তোমা দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হউক।

গীতসংহীতা ৫১:১৭ ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না।

লুক ১৫:১৮ আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি।

রোমীয় ৮:১৩ কারণ যদি মাংসের বশে জীবন যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু যদি আত্মাতে দেহের ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ কর, তবে জীবিত থাকিবে।

যোয়েল ১:১২-১৩ দ্রাক্ষালতা শুষ্ক ও ডুমুরবৃক্ষ ম্লান হইয়াছে; দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, নাগরঙ্গ ও ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াছে, বস্তুতঃ মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে আমোদ শুকাইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ৯০. নতুন মনুষ্যে দ্রুত পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : প্রভু যীশুর দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আন্তরিক খুশী বা আনন্দ[১] ও প্রেম এবং তার সমস্ত ভালো কাজের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন ব্যাতিত করা।[২]

১. রোমীয় ৫:১-২ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি; আর তাঁহারই দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছি, যাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, এবং ঈশ্বরের প্রতাপের প্রত্যাশায় শ্লাঘা করিতেছি।

রোমীয় ১৪:১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

যিশাইয় ৫৭:১৫ কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকালনিবাসী, যাঁহার নাম "পবিত্র", তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্ধ্বলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি, যেন নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি।

২. রোমীয় ৬:১০-১১ ফলতঃ তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দারা তিনি পাপের সম্বন্ধে একবারই মরিলেন; এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দারা তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন। তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর।

১ পিতর ৪:২ যেন আর মনুষ্যদের অভিলাষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাংসবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন কর।

গালাতীয় ২:২০ খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

প্রশ্ন ৯১. ভালো কাজ কী?

উত্তর : ভালো কাজ হল যা প্রকৃত বিশ্বাস থেকে আসে[১] এবং ঈশ্বরের ব্যাবস্থা অনুযায়ী[২] তাঁহার মহিমার জন্য করা হয়।[৩] যা মনুষ্যের কল্পনাশক্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে তাহা নয়।[৪]

১. রোমীয় ১৪:২৩ কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে, সে যদি ভোজন করে, তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইল, কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাসমূলক নয়; আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ।

২. ১ শমূয়েল ১৫:২২ শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম।

ইফিষীয় ২:২ সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে যেমন চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে।

ইফিষীয় ২:১০ কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

৩. ১ করিন্থীয় ১০:৩১ অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।

৪. দ্বিতীয়বিবরণ ১২:৩২ আমি যে কোনো বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না।

যিহিষ্কেল ২০:১৮ আর সেই প্রান্তরে আমি তাহাদের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা আপনাদের পিতৃগণের বিধিপথে চলিও না, তাহাদের শাসনকলাপ মানিও না, ও তাহাদের পুত্তলিগণ দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না।

মথি ১৫:৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।

প্রভুর দিন - ৩৪

প্রশ্ন ৯২. ঈশ্বরের ব্যবস্থা কী?

উত্তর : যাত্রাপুস্তক ২০, দ্বিতীয়বিবরণ ৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে, দাস- গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন।

১. আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।
২. তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না।
৩. তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না।
৪. তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।
৫. তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও।
৬. নরহত্যা করিও না।
৭. ব্যভিচার করিও না।
৮. চুরি করিও না।
৯. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
১০. তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না।[১]

প্রশ্ন ৯৩. কতগুলি ভাগে আদেশগুলি বিভক্ত?

উত্তর : দুটি ভাগে।
প্রথমত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসব।
দ্বিতীয়ত: আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য কী।[১]

১. যাত্রাপুস্তক ৩৪:২৮-২৯ সেই সময়ে মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেখানে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলেন, অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলি অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।

২. দ্বিতীয়বিবরণ ৪:১৩ আর তিনি আপনার যে নিয়ম পালন করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, সেই নিয়ম অর্থাৎ দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে আদেশ করিলেন, এবং দুইখানা প্রস্তরফলকে লিখিলেন।

দ্বিতীয়বিবরণ ১০:৩-৪ তাহাতে আমি শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্মাণ করিলাম, এবং প্রথমের ন্যায় দুইখান প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্বতে উঠিলাম। আর সদাপ্রভু সমাজের দিবসে পর্বতে অগ্নির মধ্য হইতে যে দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহা প্রথম লিখনানুসারে ঐ দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিলেন।

প্রশ্ন ৯৪. প্রথম আদেশ দ্বারা ঈশ্বর কীভাবে আনন্দ পান? (আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক)

উত্তর: আমি নিজ আন্তরিক ইচ্ছায় নিজ আত্মার পরিত্রাণের জন্য সমস্ত রকম ব্যভিচার,[১] প্রতিমা পূজক, যাদুকর, ইন্দ্রজালিক, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান/কথন, অন্ধবিশ্বাস, দৈবশক্তির কাছে প্রার্থনা[২] বা অন্য কোন জীব বা প্রাণীর পূজা থেকে নিজেকে দূরে রাখা[৩] এবং এক মাত্র সত্য ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা,[৪] কেবল তারই উপর বিশ্বাস রাখা[৫] এবং ধৈর্য্য[৬] ও নম্রতা সহকারে তাহার উপর সমর্পিত হওয়া।[৭] সমস্ত ভালো জিনিস তাঁহার কাছ থেকে আসে।[৮] প্রেম,[৯] ভয়[১০] ও মহিমা সহকারে সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে স্বীকার করা।[১১] সুতরাং আমি সমস্ত রকম অসাধুতা এবং সেই সমস্ত জিনিস যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তা পরিহার করলাম।[১২]

১. ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি লোভী কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

১ করিন্থীয় ১০:৭ আবার যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক হইয়াছিল, তোমরা তেমনি প্রতিমাপূজক হইও না; যথা লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।"

১ করিন্থীয় ১০:১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, প্রতিমাপূজা হইতে পলায়ন কর।

২. লেবীয়পুস্তক ১৮:২১ আর তোমার বংশজাত কাহাকেও মোলক দেবের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইও না, এবং তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিও না; আমি সদাপ্রভু।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০-১২ তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে, বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্যকারীকে ঘৃণা করেন; আর সেই ঘৃণার্হ কার্য প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন।

৩. মথি ৪:১০ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"

প্রকাশিতবাক্য ১৯:১০ তখন আমি তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য তাঁহার চরণে পড়িলাম। তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, দেখিও, এমন কর্ম করিও না; আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার যে ভ্রাতৃগণ যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদেরও সহদাস; ঈশ্বরেরই ভজনা কর; কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা।

৪. যোহন ১৭:৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

৫. যিরমিয় ১৭:৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে নির্ভর করে, মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার অন্তঃকরণ সদাপ্রভু হইতে সরিয়া যায়, সে শাপগ্রস্ত।

যিরমিয় ১৭:৭ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, যাহার বিশ্বাসভূমি সদাপ্রভু।

৬. ইব্রীয় ১০:৩৬ কেননা ধৈর্য্য তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও।

কলসীয় ১:১১ আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হও।

রোমীয় ৫:৩-৪ কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে।

ফিলিপীয় ২:১৪ তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর।

৭. ১ পিতর ৫:৫-৬ তদ্রূপ, হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতার কটিবন্ধন কর, কেননা "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।" অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন।

৮. গীতসংহীতা ১০৪:২৭ ইহারা সকলেই তোমার অপেক্ষায় থাকে, যেন তুমি যথাসময়ে তাহাদের ভক্ষ্য দেও।

যিশাইয় ৪৫:৭ আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্তা।

যাকোব ১:১৭ সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ বর উপর হইতে আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে নামিয়া আইসে, যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্তনজনিত ছায়া হইতে পারে না।

৯. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫ আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।

মথি ২২:৩৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে"।

১০. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫ আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।

মথি ১০:২৮ আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর।

১১. মথি ৪:১১ তখন দিয়াবল তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, আর দেখ, দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

১২. মথি ৫:২৯-৩০ আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।

প্রেরিত ৫:২৯ কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।

মথি ১০:৩৭ যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক ভালোবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালোবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।

১৩. মথি ৫:১৯ অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ বলা যাইবে।

প্রশ্ন ৯৫. প্রতিমা পূজা কী?

উত্তর : এক মাত্র সত্য ও প্রকৃত ঈশ্বর যিনি নিজেকে তাঁহার বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাকে ব্যাতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বিশ্বাস করা।[১]

১. ২ বংশাবলি ১৬:১২ আসার রাজত্বের ঊনচল্লিশ বৎসরে তাঁহার পায়ে রোগ হইল; তাঁহার রোগ অতি বিষম হইল; তথাপি রোগের সময়েও তিনি সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যগণেরই অন্বেষণ করিলেন।

ফিলিপিয় ৩:১৮-১৯ কেননা অনেকে এমন চলিতেছে, যাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি, এবং এখনও রোদন করিতে করিতে বলিতেছি, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু; তাহাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব; তাহারা পার্থিব বিষয় ভাবে।

গালাতীয় ৪:৮ পরন্তু সেই সময়ে তোমরা ঈশ্বরকে না জানিয়া, যাহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বর নহে, তাহাদের দাস ছিলে।

ইফিষীয় ২:১২ তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বর বিহীন ছিলে।

প্রভুর দিন - ৩৫

প্রশ্ন ৯৬. ঈশ্বরের দ্বিতীয় আদেশের প্রয়োজনীয়তা কী? (তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না)

উত্তর: ঈশ্বরের বাক্য ব্যাতিরেকে[১] ঈশ্বরকে অন্য কোন মূর্তি বা পদ্ধতিতে আরাধনা না করা।[২]

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৬ যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিন তোমরা কোন মূর্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও; পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর।

যিশাইয় ৪০:১৮ তবে তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবে? তাঁহার সদৃশ বলিয়া কি প্রকার মূর্তি উপস্থিত করিবে?

রোমীয় ১:২৩ এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয় ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্তন করিয়াছে।

প্রেরিত ১৭:২৯ অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্তব্য নহে।

২. ১ শমূয়েল ১৫:২৩ কারণ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও ঠাকুরপূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩০ তখন সাবধান থাকিও, পাছে তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদের বিনাশ হইলে পর তুমি তাহাদের অনুগামী হইয়া ফাঁদে পড়; এবং পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ করিয়া বল, এই জাতিগণ আপন আপন দেবগণের সেবা কিরূপে করে? আমিও সেইরূপ করিব।

প্রশ্ন ৯৭. প্রতিমা তৈরি করা কী উচিত ?

উত্তর: ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করানো যায় না , কিন্তু জীব বা জন্তু যদিও তাহারা প্রতিনিধিত্ব করে তবুও ঈশ্বর তাদের সেবা করা বা আরাধনা করা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।[১]

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৬ যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিন তোমরা কোন মূর্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও; পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর।

যিশাইয় ৪৬:৫ তোমরা আমাকে কাহার সদৃশ ও কাহার সমান বলিবে, কিম্বা কাহার সহিত আমার উপমা দিলে আমরা পরস্পর সমান হইব?

রোমীয় ১:২৩ এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয় ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্তন করিয়াছে।

২. যাত্রাপুস্তক ২৩:২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও।

যাত্রাপুস্তক ৩৪:১৩-১৪ কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার আশেরা-মূর্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে। তুমি অন্য দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী নাম ধারণ করেন; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর।

গণনাপুস্তক ৩৩:৫২ তখন তোমাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসী সকলকে অধিকারচ্যুত করিবে, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবে, ও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৫ কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে; তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরামূর্তি সকল ছেদন করিবে, এবং তাহাদের ক্ষোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।

প্রশ্ন ৯৮. সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জন্য মণ্ডলীতে মূর্তি বা প্রতিমা রাখা কী উচিত?

উত্তর: না, আমাদেরকে ঈশ্বরের থেকে বুদ্ধিমান ভাবা উচিতনয়, তিনি তাঁহার অনুগামীদেরকে জীবন্ত বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেন,[১] **অন্য কোন প্রতিমা বা মূর্তি দ্বারা নয়।**[২]

১. যিরমিয় ১০:১ হে ইস্রায়েল-কুল, সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যে কথা কহেন, তাহা শুন।

হবকুক ২: ১৮-১৯ ক্ষোদিত প্রতিমায় উপকার কি যে, তাহার নির্মাতা তাহা ক্ষোদন করে? ছাঁচে ঢালা প্রতিমার ও মিথ্যার শিক্ষকেই বা (উপকার কি) যে, আপনার নির্মিত বস্তুর নির্মাতা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অবাক্ অবস্তু নির্মাণ করে? ধিক্ তাহাকে, যে কাষ্ঠকে বলে, তুমি জাগ, অবাক্ প্রস্তরকে বলে, তুমি উঠ।

২. ২ তীমথিয় ৩:১৬ ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী।

২ পিতর ১:১৯ আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালোই করিতেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা যে পর্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়।

প্রভুর দিন - ৩৬

প্রশ্ন ৯৯. ঈশ্বরের তৃতীয় আদেশের প্রয়োজনীয়তা কী? (তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না)

উত্তর : আমরা ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করিয়া শাপ[১] বা ঈশ্বরের নামের মিথ্যা দিব্য করা[২] ইত্যাদির দ্বারা সদাপ্রভুর নাম অনর্থক নেওয়া উচিত নয়।[৩] এই সমস্ত পাপের ক্ষেত্রে আমাদের চুপ থাকা বা উপেক্ষা করা বা প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিতনয়।[৪] ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামকে গভীর শ্রদ্ধা[৫] এবং ভয়ের সঙ্গে নেওয়া উচিত।[৬] সুতরাং, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত বাক্য,[৭] সমস্ত কার্য, প্রকৃত মনপরিবর্তন এবং উপসনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা করা উচিত।[৮]

১. লেবীয় পুস্তক ২৪:১১ তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র (সদাপ্রভুর) নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিল, তাহাতে লোকেরা তাহাকে মোশির নিকটে লইয়া গেল। তাহার মাতার নাম শালোমীৎ, সে দান বংশীয় দিব্রির কন্যা।

লেবীয় পুস্তক ১৯:১২ আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; আমি সদাপ্রভু।

মথি ৫:৩৭ কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক; ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে।

লেবীয় পুস্তক ৫:৪ আর কেহ অবিবেচনাপূর্বক যে কোন বিষয়ে শপথ করুক না কেন, যদি কেহ আপন ওষ্ঠে অবিবেচনাপূর্বক ভালো বা মন্দ কার্য করিব বলিয়া শপথ করে, ও তাহা জানিতে না পায়, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে তদ্বিষয়ে দোষী হইবে।

২. যিশাইয় ৪৫:২৩-২৪ আমি আপন নামে শপথ করিয়াছি, আমার মুখ হইতে ধার্মিকতা নির্গত হইয়াছে, একটি বাক্য, যাহা ফিরিয়া আসিবে না, বস্তুতঃ আমার কাছে প্রত্যেক হাঁটু পাতিত হইবে, প্রত্যেক জিহ্বা শপথ করিবে। লোকে আমাকে বলিবে, কেবল সদাপ্রভুতেই ধার্মিকতা ও শক্তি আছে; তাঁহারই কাছে লোকেরা আসিবে, এবং যে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত হইবে।

৩. মথি ১০:৩২ অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।

৪. ১ তীমথিয় ২:৮ অতএব আমার বাসনা এই, সকল স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনাবিতর্কে শুচি হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।

৫. ১ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭ তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই।

প্রশ্ন ১০০. ঈশ্বর সদাপ্রভুর কোপাগ্নি কী তাদের উপর নেমে আসবে যারা ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করিয়া শাপ দেয় বা ঈশ্বরের নামের মিথ্যা দিব্য করেন ও ঈশ্বরের নামকে অপবিত্র করেন?

উত্তর: অবশ্যই হ্যাঁ,[১] ঈশ্বরের নামের নিন্দা করা বা তাঁহার নামকে অপবিত্র করার মত আর কোন বড় পাপ বা অপরাধ নাই। সেইজন্য ঈশ্বর সদাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন এই পাপের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি হল মৃত্যু।[২]

১. লেবীয় পুস্তক ৫:১ আর যদি কেহ এইরূপে পাপ করে, সাক্ষী হইয়া, দিব্য করাইবার কথা শুনিলেও, যাহা দেখিয়াছে কিম্বা জানে, তাহা সে প্রকাশ না করে, তবে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।

২. লেবীয় পুস্তক ২৪:১৫ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে শাপ দেয়, সে আপন পাপ বহন করিবে।

প্রভুর দিন - ৩৭

প্রশ্ন ১০১ আমরা কী ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে পারি?

উত্তর : হ্যাঁ, যখন বিচারক এই আদেশ দেন, যখন ঈশ্বরের সত্য ও বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এবং প্রতিবেশীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে পারি। এই ধরণের শপথ ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া যায়।[১] পুরাতন ও নতুন নিয়মে প্রেরিতদেরকে এই ধরনের শপথ নিতে উল্লেখ আছে।[২]

১. যাত্রাপুস্তক ২২:১১ 'আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে হস্তার্পণ করি নাই', ইহা বলিয়া এক জন অন্য জনের কাছে সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিবে; আর পশুর স্বামী সে দিব্য গ্রাহ্য করিবে, ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ করিবে না।

নহিমিয় ১৩:২৫ তাহাতে আমি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিলাম, তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম, এবং তাহাদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রহার ও তাহাদের কেশ উৎপাটন করিলাম, এবং ঈশ্বরের নামে তাহাদিগকে (এই বলিয়া) দিব্য করাইলাম, তোমরা উহাদের পুত্রদের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিবে না, ও আপন আপন পুত্রদের জন্য কিম্বা আপনাদের জন্য উহাদের কন্যাদিগকে গ্রহণ করিবে না।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে।

ইব্রীয় ৬:১৬ মনুষ্যেরা ত মহত্তর ব্যক্তির নাম লইয়া শপথ করে; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের সমস্ত প্রতিকূলবাদের অন্তক।

৩. আদিপুস্তক ২১:২৪ তখন অব্রাহাম কহিলেন, দিব্য করিব।

যিরমিয় ৯:১৫ এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, বিষবৃক্ষের রস পান করাইব।

যিরমিয় ৯:১৯ কারণ সিয়োন হইতে এই হাহাকার শব্দ শুনা যাইতেছে, আমরা কেমন হৃতসর্বস্ব হইলাম। আমরা অতিশয় লজ্জিত হইলাম; কারণ আমরা দেশত্যাগী হইয়াছি, (শত্রুরা) আমাদের আবাস সকল ভূমিসাৎ করিল।

১ শমূয়েল ২৪:২২ তখন দায়ুদ শৌলের নিকটে দিব্য করিলেন। পরে শৌল বাটি চলিয়া গেলেন, কিন্তু দায়ুদ ও তাঁহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে উঠিয়া গেলেন।

২ করিন্থীয় ১:২৩ উহারা কি খ্রীষ্টের পরিচারক?– হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতেছি–আমি অধিকতররূপে; আমি পরিশ্রমে অতিমাত্ররূপে, কারাবন্ধনে অতিমাত্ররূপে, প্রহারে অতিরিক্তরূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক বার।

রোমীয় ১:৯ কারণ ঈশ্বর, যাঁহার আরাধনা আমি আপন আত্মাতে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে করিয়া থাকি, তিনি আমার সাক্ষী যে, আমি নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।

প্রশ্ন ১০২. আমরা কী সাধু বা অন্য কোন প্রাণীর নামে শপথ নিতে পারি?

উত্তর: না, এটা শুধু ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামেই করা উচিত কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয় বোঝেন এবং বুঝতে পারেন যে আমি প্রকৃত সত্য সাক্ষ্যের জন্য করেছি কি-না।[১] কেউ যদি মিথ্যা ভাবে ঈশ্বরের নামে শপথ নেয় তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দেন, এ সম্মান অন্য কারোও হতে পারে না।[২]

১. ২ করিন্থীয় ১:২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।

২. মথি ৫:৩৪-৩৫ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান্ রাজার নগরী।

প্রভুর দিন - ৩৮

প্রশ্ন ১০৩. ঈশ্বরের চতুর্থ আদেশের প্রয়োজনীয়তা কী? (তুমি বিশ্রম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও)

উত্তর: প্রথমত: সুসমাচার প্রচারের জন্য ও লেবীয় ও ব্যবস্থাকে সম্মান করার জন্য,[১] সেইজন্য আমি খ্রীষ্টান হওয়ার কারণে বিশেষভাবে বিশ্রামের দিন[২] ঈশ্বরের বাক্য শুনার জন্য[৩] আমি মণ্ডলীতে উপস্থিত হইব,[৪] বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করিব,[৫] সার্বজনীন ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিব এবং গরীবদের দুঃখ, বেদনা ও উদ্বেগে তাদের সাহায্য করিব।[৬] দ্বিতীয়ত: আমার সমস্ত দিন-আমি আমার মন্দ কার্যে অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার জন্য আমি নিজেকে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি এইভাবে এই জীবনে আমার অনন্ত বিশ্রামের যাত্রা শুরু।[৭]

১. দ্বিতীয় বিবরণ ১২:১৯ সাবধান, তোমার দেশে যতকাল জীবিত থাক, লেবীয়কে ত্যাগ করিও না।

তীত ১:৫ আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর।

১ তীমথিয় ৩:১৪-১৫ আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, এমন আশা করিয়া তোমাকে এই সকল লিখিলাম; কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয়, তবে যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহমধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করিতে হয়; সেই গৃহ তো জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।

১ করিন্থীয় ৯:১১ আমরা যখন তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ বপন করিয়াছি, তখন যদি তোমাদের মাংসিক ফল গ্রহণ করি, তবে তাহা কি মহৎ বিষয়?

২ তীমথিয় ২:২ আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।

২. লেবীয় ২৩:৩ ছয় দিন কার্য করিতে হইবে, কিন্তু সপ্তম দিবসে বিশ্রামার্থক বিশ্রামপর্ব, পবিত্র সভা হইবে, তোমরা কোন কার্য করিবে না; সে দিন তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন।

৩. প্রেরিত. ২:২৪ ঈশ্বর মৃত্যু যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছেন; কেননা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না।

প্রেরিত. ২:৪৬ আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটিতে রুটি ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত।

১ করিন্থীয় ১৪:১৯ কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ সহস্র কথা অপেক্ষা, বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটি কথা কহিতে চাই, যেন অন্য লোকদিগকেও শিক্ষা দিতে পারি।

১ করিন্থীয় ১৪:২৯ আর ভাববাদীরা দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য সকলে বিচার করুক।

১ করিন্থীয় ১৪:৩১ কারণ তোমরা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত হয়।

১ করিন্থীয় ১১:৩৩ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ তোমরা যখন ভোজন করিবার জন্য সমবেত হও, তখন এক জন অন্যের অপেক্ষা করিও।

৪. ১ তীমথিয় ২:১ আমার সর্বপ্রথম নিবেদন এই, যেন সকল মনুষ্যের নিমিত্ত, বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয়।

৫. ১ করিন্থীয় ১৬:২ সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের নিকটে কিছু কিছু রাখিয়া আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর; যেন আমি যখন আসিব, তখনই চাঁদা না হয়।

৬. যিশাইয় ৬৬:২৩ আর প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি বিশ্রামবারে সমস্ত মর্ত্য আমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আসিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন।

প্রভুর দিন - ৩৯

প্রশ্ন ১০৪. ঈশ্বরের পঞ্চম আদেশের প্রয়োজনীতা কী? (তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও)

উত্তর: আমি যেন আমার পিতা ও মাতাকে সম্পূর্ণ প্রেম, সম্মান এবং আমার আনুগত্য প্রদান করি এবং আমার সম্পূর্ণ অধিকার যেন তাদের উপর দিই এবং আমি তাদের পরামর্শ ও সংশোধনীকে সম্পূর্ণ বাধ্যতার সঙ্গে মান্য

করি[১] এবং তাদের দোষ এবং দূর্বলতা ধৈর্যের সঙ্গে বহন করি , ইহাতে ঈশ্বর প্রীত হন কারন তিনি আমাদেরকে তাদের হাতে পরিচালিত হতে দিয়েছেন।[২]

১. ইফিষীয় ৬:১-২ সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা নায্য। ‘‘তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও,”–এ তো প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত প্রথম আজ্ঞা।

কলসীয় ৩:১৮ নারীগণ, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও, যেমন প্রভুতে উপযুক্ত।

কলসীয় ৩:২০ তোমরা সর্ববিষয়ে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহাই প্রভুতে তুষ্টিজনক।

ইফিষীয় ৫:২২ নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হও।

রোমীয় ১:৩১ ‘‘এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে।”

২. হিতোপদেশ ২৩:২২ তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুন, তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাঁহাকে তুচ্ছ করিও না।

৩. ইফিষীয় ৬:৫-৬ দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি ভয় ও কম্প সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতায়, মাংস অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও; মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুস সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া, মনুষ্যের সেবা কর।

কলসীয় ৩:১৯ স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটুব্যবহার করিও না।

কলসীয় ৩:২১ পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়।

রোমীয় ১৩:১-৮ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত। অতএব যে কেহ কর্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের প্রতিরোধ করে; আর যাহারা প্রতিরোধ করে, তাহারা আপনাদের উপরে বিচারাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। কেননা শাসনকর্তারা সৎকার্যের প্রতি নয়, কিন্তু মন্দ কার্যের প্রতি ভয়াবহ। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ভয় হইতে চাহ? সদাচরণ কর, করিলে তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা পাইবে। কেননা সদাচরণের নিমিত্ত তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচারক। কিন্তু যদি মন্দ আচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি বৃথা খড়গ ধারণ করেন না; কারণ তিনি ঈশ্বরের পরিচারক, যে মন্দ আচরণ করে, ক্রোধ সাধনের জন্য তাহার প্রতিশোধদাতা। অতএব কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবেদেরও নিমিত্ত বশীভূত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই জন্য তোমরা রাজকরও দিয়া থাক; কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের সেবাকারী, সেই কার্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেও। যাঁহাকে কর দিতে হয়, কর দেও; যাঁহাকে শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও; যাঁহাকে ভয় করিতে হয়, ভয় কর; যাঁহাকে সমাদর করিতে হয়, সমাদর কর। তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।

মথি ২২:২১ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও।

প্রভুর দিন-৪০

প্রশ্ন ১০৫. ঈশ্বরের ষষ্ট আদেশের প্রয়োজনীয়তা কী? (নরহত্যা করিও না)

উত্তর: আমি কখনই আমার চিন্তায়, বাক্যে, আচার ব্যবহারে, কার্যে আমি আমার প্রতিবেশীকে আমার দ্বারা বা অন্যের দ্বারা অসম্মান, ঘৃণা, আঘাত বা হত্যা করতে পারি না।[১] আমি আমার ইচ্ছায় ও প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে নিজেকে আঘাত করতে পারি না[২] বা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে পারি না[৩] যেখানে বিচারক আমাকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করতে পারে।[৪]

১. মথি ৫:২১-২২ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, ‘‘তুমি নরহত্যা করিও না,” আর ‘যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে’। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, ‘রে নির্বোধ,’ সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, ‘রে মূঢ়,’ সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।

হিতোপদেশ ১২:১৮ কেহ কেহ অবিবেচনার কথা বলে, খড়্গাঘাতের মতো, কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ।

মথি ২৬:৫২ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার খড়গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়গ ধারণ করে, তাহারা খড়গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

২. ইফিষীয় ৪:২৬ ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক।

রোমীয় ১২:১৯ হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, ‘‘প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম, আমিই প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।’’

মথি ৫:৩৯-৪০ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙ্‌রাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও।

৩. মথি ৪:৫-৭ তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে, ‘‘তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।’’ যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, ‘‘তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না’’।

কলসীয় ২:২৩ স্বেচ্ছাপূজা, নম্রতা ও দেহের প্রতি নির্দয়তাক্রমে এই সকল জ্ঞান নামে কীর্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার বিরুদ্ধে কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।

৪. আদিপুস্তক ৯:৬ যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন।

মথি ২৬:৫২ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার খড়গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়গ ধারণ করে, তাহারা খড়গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

রোমীয় ১৩:৪ কেননা সদাচরণের নিমিত্ত তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচারক। কিন্তু যদি মন্দ আচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি বৃথা খড়গ ধারণ করেন না; কারণ তিনি ঈশ্বরের পরিচারক, যে মন্দ আচরণ করে, ক্রোধ সাধনের জন্য তাহার প্রতিশোধদাতা।

প্রশ্ন ১০৬. কিন্তু এই আদেশ কী কেবলমাত্র হত্যাকারীর সমন্ধে বলাহয়েছে?

উত্তর: হত্যা না করার জন্য বলা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদেরকে শিক্ষা দেন যে শত্রুতা, ঘৃণা, ক্রোধ[১] এবং প্রতিশোধের ইচ্ছা সমস্ত কিছুই তিনি হত্যা হিসাবে গণ্য করেন।[২]

১. যাকোব ১:২০ ক্রোধে ধীর হউক, কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।

গালাতীয় ৫:২০ অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ।

রোমীয় ১:২৯ তাহারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য, বধ, বিবাদ, ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ।

১ যোহন ২:৯ যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রহিয়াছে।

২. ১ যোহন ৩:১৫ যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে না।

প্রশ্ন ১০৭. কিন্তু এটাই কী যথেষ্ট যদি আমরা উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে কোন মানুষকে হত্যা না করি?

উত্তর : না, ঈশ্বর আমাদেরকে শত্রুতা, ঘৃণা ও ক্রোধ পরিহার করতে বলেছেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে আমাদের মতো প্রেম করি,[১] যাতে আমরা তাদের প্রতি ধৈর্য্য, শান্তি, শান্ত ও সহিষ্ণু, দয়া এবং সমস্ত করুণা দেখাতেপারি[২] এবং যতসম্ভব তাদের হৃদয়কে রক্ষা করতে পারি এবং যাহাতেআমরা আমাদের শত্রুদের প্রতিও যেন ভালো কার্য করতেপারি।[৩]

১. মথি ২২:৩৯ আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; ‘‘তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে।’’

মথি ৭:১২ অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি গ্রন্থের সার।

২. রোমীয় ১২:১০ ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর।

ইফিষীয় ৪:২ সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও।

গালাতীয় ৬:১-২ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

মথি ৫:৫ ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।

রোমীয় ১২:১৮ যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে, মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।

যাত্রাপুস্তক ২৩:৫ তুমি আপন শত্রুর গর্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে যদ্যপি তাহাকে ভারমুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হও, তথাপি অবশ্য উহার সঙ্গে তাহাকে ভারমুক্ত করিবে।

৩. মথি ৫:৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভালো মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক অধার্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।

৪. রোমীয় ১২:২০ বরং "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও; কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।"

প্রভুর দিন - ৪১

প্রশ্ন ১০৮. ঈশ্বরের সপ্তম আদেশ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? (ব্যভিচার করিও না)

উত্তর: সমস্ত অশুদ্ধতা যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তা থেকে আমরা দূরে থাকি।[১] যাতে আমরা নির্মলচিত্তে এবং মিতাচারী হয়ে পবিত্র বিবাহিত জীবন বা অবিবাহিত জীবনযাপন করতে পারি।[২]

১. লেবীয় ১৮:২৭ কেননা তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল, ঐ দেশের সেই লোকেরা এইরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দেশ অশুচি হইয়াছে।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২০-২৩ সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু সেই মনুষ্যের উপরে তখন সদাপ্রভুর ক্রোধ ও তাঁহার অন্তর্জ্বালা প্রধূমিত হইবে, এবং এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ তাহার উপরে শুইয়া থাকিবে, এবং সদাপ্রভু আকাশমণ্ডলের নীচে হইতে তাহার নাম লোপ করিবেন। আর এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নিয়মের সমস্ত শাপানুসারে সদাপ্রভু তাহাকে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হইতে অমঙ্গলের জন্য পৃথক করিবেন। আর সদাপ্রভু সেই দেশের উপরে যে সকল আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা যখন ভাবী বংশ, তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের সন্তানগণ, এবং দূরদেশ হইতে আগত বিদেশী দেখিবে; ফলতঃ সদাপ্রভু আপন ক্রোধে ও রোষে যে সদোম, ঘমোরা, অদ্মা ও সবোয়িম নগর উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার মতো এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কিছুই বুনা যায় না, ও তাহা ফল উৎপন্ন করে না, ও তাহাতে কোন তৃণ হয় না।

৩. ১ থিষলকীনীয় ৪:৩-৪ ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা;—যেন তোমরা ব্যভিচার হইতে দূরে থাক।

৪. ইব্রীয় ১৩:৪ সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল (হউক); কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।

২ করিন্থীয় ৭:৪-৯ তোমাদের কাছে আমার বড়ই সাহস; তোমাদের পক্ষে আমি বড়ই শ্লাঘা করি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ, আমি আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছি। কারণ যখন আমরা মাকিদনিয়াতে আসিয়াছিলাম, তখনও আমাদের মাংসের কিছুমাত্র শান্তি ছিল না; কিন্তু সর্বদিকে ক্লিষ্ট হইতেছিলাম; বাহিরে যুদ্ধ, অন্তরে ভয় ছিল। তথাপি ঈশ্বর, যিনি অবনতদিগকে সান্ত্বনা করেন, তিনি তীতের আগমন দ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন; আর কেবল তাঁহার আগমন দ্বারা নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও সান্ত্বনা করিলেন, কারণ তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের বিলাপ, ও আমার পক্ষে তোমাদের উদ্যোগ বিষয়ক সংবাদ দিলেন, তাহাতে আমি আরও আনন্দিত হইলাম। কেননা যদিও আমার পত্র দ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছিলাম, তবু অনুশোচনা করিয়াছিলাম—কেননা আমি দেখিতে পাইতেছি যে, সেই পত্র তোমাদের মনোদুঃখ

জন্মাইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল কিয়ৎকালের জন্য; এখন আমি আনন্দ করিতেছি; তোমাদের মনোদুঃখ হইয়াছে, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের মনোদুঃখ যে মনপরিবর্তন জনক হইয়াছে, যেন আমাদের দ্বারা কোন বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি না হয়।

প্রশ্ন ১০৯. ঈশ্বর কী এই আদেশে কেবল মাত্র ব্যভিচারের মতো পাপকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন?

উত্তর : যেহেতু আমাদের শরীর ও আত্মা পবিত্র আত্মার মন্দির সুতরাং তিনি আমাদের শুদ্ধ ও পবিত্র থাকতে বলেছেন। সেই জন্য তিনি সমস্ত অশুদ্ধ কার্য, আচরণ, বাক্য, চিন্তা, ইচ্ছা[১] এবং যে সমস্ত বস্তু মানুষকে প্রলুব্ধ করে তা থেকে আমাদের দূরে থাকতে বলেছেন।[২]

১. ইফিষীয় ৫:৩ কিন্তু বেশ্যাগমনের ও সর্বপ্রকার অশুদ্ধতার বা লোভের নামও যেন তোমাদের মধ্যে না হয়, যেমন পবিত্রগণের উপযুক্ত।

১ করিন্থীয় ৬:১৮ তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।

২. মথি ৫:২৮ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।

৩. ইফিষীয় ৫:১৮ আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও।

১ করিন্থীয় ১৫:৩৩ ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে।

প্রভুর দিন - ৪২

প্রশ্ন ১১০. ঈশ্বর তাঁহার অষ্টম আদেশে কী নিষিদ্ধ করিয়াছেন? (চুরি করিও না)

উত্তর : ঈশ্বর কেবলমাত্র চুরি বা ডাকাতিকে নিষিদ্ধ করেন নাই[১] যা বিচারকের কাছে শাস্তি যোগ্য তাহা নয় কিন্তু সমস্ত ছলচাতুরি ও দুষ্ট পরিকল্পনা, অন্যায় ও দৌরাত্ব যা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে,[২] অন্যায়পূর্ব্বক ও ছলনার নিক্তি ন্যায্য বাট্‌খারায় তুষ্টিকর, অসমতুল্য পরিমাপ যোগ্য, সুদের জন্য টাকা ধার দেওয়া, নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়া[৩] অথবা যে সমস্ত পথ যা ঈশ্বরের নির্দেশ বিরুদ্ধ এবং অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ,[৪] সমস্ত কুকাজ, গালিগালাজ, অপমানকর ভাষায় কাউকে কিছু বলা এবং ঈশ্বরের দানের বা উপহারের অপব্যবহার করা।[৫]

১. ১ করিন্থীয় ৬:১০ যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

২. ১ করিন্থীয় ৫:১০ এই জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধনগ্রাহী কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ একেবারে ছাড়িতে হইবে, তাহা নয়, কেননা তাহা হইলে সুতরাং জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের আবশ্যক হইয়া পড়ে।

৩. লুক ৩:১৪ আর সৈনিকেরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেরই বা কি করিতে হইবে? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, অন্যায়পূর্বক কিছু আদায়ও করিও না, এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।

১ থিষলকীনীয় ৪:৬ কেহ যেন সীমা অতিক্রম করিয়া এই ব্যাপারে আপন ভ্রাতাকে না ঠকায়; কেননা আমরা পূর্বে তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি তদনুসারে, প্রভু এই সকলের প্রতিফলদাতা।

৪. হিতোপদেশ ১১:১ ছলনার নিক্তি সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু ন্যায্য বাট্‌খারা তাঁহার তুষ্টিকর।

৫. যিহিষ্কেল ৪৫:৯-১১ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, ইহাই তোমাদের যথেষ্ট হউক; তোমরা দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার দূর কর, ন্যায় ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর, আমার প্রজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে ক্ষান্ত হও, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য বাৎ তোমাদের হউক। ঐফার ও বাতের একই পরিমাণ হইবে; বাৎ হোমরের দশমাংশ, ঐফাও হোমরের দশমাংশ, এই উভয়ের পরিমাণ হোমরের অনুরূপ হইবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১৩ তোমার থলিয়াতে ছোট বড় দুই প্রকার বাট্‌খারা না থাকুক।

৬. গীতসংহিতা ১৫:৫ সুদের জন্য টাকা ধার দেয় না, নির্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ লয় না; এই সকল কর্ম যে করে, সে কখনও বিচলিত হইবে না।

লূক ৬:৩৫ কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভালো করিও, এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহাপুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরাৎপরের সন্তান হইবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান।

৭. ১ করিন্থীয় ৬:১০ যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

প্রশ্ন ১১১. কিন্তু এই আদেশে ঈশ্বর কী নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর : যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে আমি যাহা ইচ্ছা করি যে লোকে আমার প্রতি করে যেন আমি তাহাদের প্রতি তাহা করি। আমি যেন স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করি যেন দীনহীনকে দিবার জন্য আমার হাতে কিছু থাকে।[১]

১. মথি ৭:১২ অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি গ্রন্থের সার।

২. হিতোপদেশ ৫:১৬ তোমার উনুই কি বাহিরে বিস্তারিত হইবে? চকে কি জলস্রোত হইয়া যাইবে?

ইফিষীয় ৪:২৮ চোর আর চুরি না করুক, বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু থাকে।

প্রভুর দিন - ৪৩

প্রশ্ন ১১২. ঈশ্বরের নবম আদেশের প্রয়োজনীতা কী? (তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না)

উত্তর : আমি যেন অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিই বা অন্যের প্রতি মিথ্যা বা প্রতারণাপূর্ণ কথা না বলি যেন আমি অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক না রটাই বা কুৎসাকারী না হই, আমি যেন বিচার না করি, অন্যকে দোষীকৃত না করি, আপন আপন স্বজাতীয়কে বঞ্চনা না করি[১] কিন্তু যদি আমি নিজেকে ঈশ্বরের ক্রোধে আনতে না চাই তবে যেন সমস্ত মিথ্যা ও ছলনা থেকে দূরে থাকি-যা শয়তানের প্রকৃত কার্য।[২] যেন আমি সমস্ত বিচারে সত্যকে প্রেম করি,[৩] ধার্মিকতার কথা বলি ও তা স্বীকার করি এবং যেন আমি তার উন্নতি করি এবং যতসম্ভব আমি আমার প্রতিবেশীর ও চরিত্রের ভালো গুণের সম্মান করি।[৪]

১. হিতোপদেশ ১৯:৫ অজ্ঞান আপন পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে; কিন্তু যে অনুযোগ মানে, সেই সতর্ক হয়।

হিতোপদেশ ১৯:৯ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না, মিথ্যাভাষী বিনাশ পাইবে।

হিতোপদেশ ২১:২৮ মিথ্যাসাক্ষী বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি শুনে, তাহার কথা চিরস্থায়ী।

২. গীতসংহিতা ১৫:৩ যে পরীবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না, মিত্রের অপকার করে না, আপনার প্রতিবাসীর দুর্নাম করে না।

৩. রোমীয় ১:২৯-৩০ তাহারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ; কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর-ঘৃণিত, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, নির্বোধ, নিয়ম-ভঙ্গকারী।

৪. মথি ৭:১ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও।

লূক ৬:৩৭ আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

৫. লেবীয় ১৯:১১ তোমরা চুরি করিও না, এবং আপন আপন স্বজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না, ও মিথ্যা কথা কহিও না।

৬. হিতোপদেশ ১২:২২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ততায় চলে, তাহারা তাঁহার সন্তোষ পাত্র।

হিতোপদেশ ১৩:৫ ধার্মিক মিথ্যা কথা ঘৃণা করে; কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গন্ধস্বরূপ, সে লজ্জা জন্মায়।

৭. ১ করিন্থীয় ১৩:৬ অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে।

ইফিষীয় ৪:২৫ অতএব তোমরা, যাহা মিথ্যা, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

৮. ১ পিতর ৪:৮ সর্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।"

প্রভুর দিন - ৪৪

প্রশ্ন ১১৩. আমাদের জন্য ঈশ্বরের দশম আদেশের প্রয়োজনীয়তা কী? (তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না)

উত্তর : যাহাতে আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে কোন ছোট চিন্তা বা তার প্রবণতা না আসে কিন্তু আমরা যেন সমস্ত পাপকে হৃদয় থেকে ঘৃণা করি এবং সমস্ত ধার্মীকতায় আনন্দ করি।[১]

১. রোমীয় ৭:৭ তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ কি,তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি; কেননা "লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না।

প্রশ্ন ১১৪. কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ছলনা করে তাহারা কী এই সমস্ত আদেশকে সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে?

উত্তর : না, কিন্তু একজন ধার্মীক ব্যক্তির পক্ষে এই জীবনে এই আজ্ঞানুবর্তিতার সামান্য শুরু মাত্র।[১] **যদিও আন্তরিক পুনঃসমাধানের জন্য সামান্য নয় পরন্তু সমস্ত আদেশ পালন করণার্থে জীবন শুরু করা ভালো।**[২]

১. রোমীয় ৭:১৪ কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের অধীনে বিক্রীত।

২. রোমীয় ৭:২২ বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি।

রোমীয় ৭:১৫ কারণ আমি যাহা সাধন করি, তাহা জানি না; কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই যে কাজে করি, এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি, তাহাই করি।

যাকোব ৩:২ কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না খায়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ।

প্রশ্ন ১১৫. কেন ঈশ্বর তাঁহার দশ আজ্ঞাকে এতকঠিনভাবে দিয়েছেন যা কোন মানুষ এই জীবনে পালন করতে অসমর্থ?

উত্তর : প্রথমত: যাতে আমরা আমাদের জীবনে আমাদের পাপময় স্বভাবকে আর গভীরভাবে জানতে পারি যাতে আমরা খ্রীষ্টেতে আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ ও ধার্মীকতাকে আরও গভীর ভাবে অনুভব করতে পারি[১] **যাতে আমরা নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করি আর যাতে আমরা গভীর ভাবে ঈশ্বরের অংশে রূপান্তরিত হই যতক্ষণ না আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনের সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।**[২]

১. ১ যোহন ১:৯ যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই।

রোমীয় ৩:২০ যেহেতুক ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।

রোমীয় ৫:১৩ কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না।

রোমীয় ৭:৭ তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি; কেননা "লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না।

২. রোমীয় ৭:২৪ দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?

৩. ১ করিন্থীয় ৯:২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক জন পুরস্কার পায়? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পুরস্কার পাও।

ফিলিপীয় ৩:১২-১৪ আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা এখন সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশু কর্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টায় দৌড়িতেছি। ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন বিচার করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্ধ্বদিক্‌স্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি।

প্রভুর দিন - ৪৫

প্রশ্ন ১১৬. কেন খ্রীষ্টীয়ানদের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তর : কারণ এটাই ধন্যবাদের মুখ্য বিষয় যা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আশা করেন[১] এবং যারা আন্তরিক হৃদয়ে তাদের সমস্ত ইচ্ছাকে ধন্যবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে ঈশ্বর তাদেরকে তাঁহার অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মা প্রদান করেন।[২]

১. গীতসংহিতা ৫০:১৪-১৫ তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তববলি উৎসর্গ কর, পরাৎপরের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর; আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।

২. মথি ৭:৭-৮ যাচ্না কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্না করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

লুক ১১:৯ আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাচ্না কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

লুক ১১:১৩ অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্না করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

লুক ১৩:১২ তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।

গীতসংহিতা ৫০:১৫ আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।

প্রশ্ন ১১৭. কী ধরণের প্রার্থনার অনুরোধ ঈশ্বর শুনেন এবং গ্রহণ করেন?

উত্তর : প্রথমত: যখন আমরা আমাদের হৃদয় থেকে প্রার্থনা করি একজন সত্য ঈশ্বরের কাছে যিনি তাঁহার বাক্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের সমস্ত বিষয় সমন্ধে যা তিনি আমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন।[১] দ্বিতীয়ত: যখন আমরা আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা ও যন্ত্রনাকে জেনে গভীর নম্রতার সঙ্গে তাঁহার ঐশ্বরীক উপস্থিতিতে আমরা নিজেকে উপস্থিত করি।[২] তৃতীয়ত: যখন আমরা প্রকৃত পক্ষে অসমর্থ ও জানি যে আমরা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াতে অযোগ্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে সক্ষম, তখন তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন যেমন তিনি তাঁহার বাক্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৩]

১. যোহন ৪:২২-২৩ তোমরা যাহা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি, তাহার ভজনা করিতেছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন।

২. রোমীয় ৮:২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

১ যোহন ৫:১৪ আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্না করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্না শুনেন।

৩. যোহন ৪:২৩-২৪ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।

গীতসংহিতা ১৪৫:১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্তী, যাহারা তাঁহাকে ডাকে, যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে।

৪. ২ বংশাবলি ২০:১২ হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের বিচার করিবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ঐ যে বৃহৎ দল আসিতেছে, উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের তো নিজের কোন সামর্থ নাই; কি করিতে হইবে, তাহাও আমরা জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে চাহিয়া আছি।

৫. গীতসংহিতা ২:১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর, সকম্পে উল্লাস কর।

গীতসংহিতা ৩৪:১৮-১৯ আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিব, আমার পাপের নিমিত্ত খেদ করিব। কিন্তু আমার শত্রুগণ সতেজ ও বলবান, অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।

যিশাইয় ৬৬:২ এ সকলই তো আমার হস্ত দ্বারা নির্মিত, তাই এই সকল উৎপন্ন হইল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

৬. রোমীয় ১০:১৩ কারণ, ''যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।''

রোমীয় ৮:১৫-১৬ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

যাকোব ১:৬ কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্বক যাচ্না করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র তরঙ্গের তুল্য।

যোহন ১৪:১৩ আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্না করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।

দানিয়েল ৯:১৭-১৮ অতএব, হে আমারাদের ঈশ্বর এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও বিনতি শ্রবণ কর, এবং তোমার ধ্বংসিত ধর্মধামের প্রতি প্রভুর অনুরোধে তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। হে আমার ঈশ্বর, কর্ণপাত কর, শুন, চক্ষু উন্মীলন কর, এবং আমাদের ধ্বংসিত স্থান সকলের প্রতি, ও যাহার উপরে তোমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, সেই নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; কারণ আমরা নিজ ধার্মিকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু তোমার মহাকরুণা প্রযুক্ত তোমার সম্মুখে আমাদের বিনতি উপস্থিত করিলাম।

মথি ৭:৮ কেননা যে কেহ যাচ্না করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

গীতসংহিতা ১৪৩:১ দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল, তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তোমরা, যাহারা রাত্রিকালে সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক।

প্রশ্ন ১১৮. ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁহার কাছ থেকে কী যাচ্না করতে আদেশ করিয়াছেন?

উত্তর : সমস্ত কিছুই যা আমাদের আত্মা ও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়[১] যা প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার প্রার্থনায় আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।[২]

১. যাকোব ১:১৭ সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ বর উপর হইতে আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে নামিয়া আইসে, যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্তনজনিত ছায়া হইতে পারে না।

মথি ৬:৩৩ কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

২. মথি ৬:৯-১০ অতএব তোমরা এই মতো প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।

লুক ১১:২ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বলিও, পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইসুক।

প্রশ্ন ১১৯. ঐ প্রার্থনার বাক্য গুলি কী কী?

উত্তর : হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা; তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদের দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার হউক। অমেন।[১]

প্রভুর দিন - ৪৬

প্রশ্ন ১২০. কেন খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করতে আদেশ করিয়াছেন?

উত্তর : আমাদের প্রার্থনার শুরুতেই আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করি কারণ খ্রীষ্ট আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন যাতে আমরা ছোট বাচ্চার মতো সম্মান ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হই যাতে ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের পিতা হন। যখন আমরা প্রকৃত বিশ্বাসে তাঁহার কাছে যাচ্না করি তখন তিনি আমাদেরকে অস্বীকার করেন না। যদিও আমাদের সাংসারিক পিতা মাতা দিতে অস্বীকার করেন।[২]

১. মথি ৬:৯ অতএব তোমরা এই মতো প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।

২. মথি ৭:৯-১১ তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্না করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।

লুক ১১:১১ তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্তে সাপ দিবে?

যিশাইয় ৪৯:১৫ স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না? বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না।

প্রশ্ন ১২১. 'যেমন স্বর্গে' - এই কথাটি কেন যুক্ত আছে?

উত্তর : যাতে আমরা পার্থিব ধারনা/জাগতিক বস্তুকে ঈশ্বরের ঐশ্বরীকতায় তুলনা না করি[১] **এবং আমরা আমাদের আত্মিক ও শারীরিক সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতাকে অনুভব করি।**[২]

১. যিরমিয় ২৩:২৪ সদাপ্রভু কহেন, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু কহেন।

২. প্রেরিত ১৭:২ সেই স্থানে যিহূদীদের এক সমাজ-গৃহ ছিল; আর পৌল আপন রীতি অনুসারে তাহাদের কাছে গেলেন, এবং তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিলেন।

রোমীয় ১০:১২ কারণ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান।

প্রভুর দিন - ৪৭

প্রশ্ন ১২২. প্রথম আর্জি বা আবেদন কী?

উত্তর : 'তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হউক' এটা আমাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে,[১] **যাতে প্রকৃত পক্ষে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি এবং তাঁহার সমস্ত কার্যে তাকে মহিমান্বিত, প্রশংসিত ও পবিত্র বলিয়া মান্য করি, যেখানে তাঁহার সর্বময় ক্ষমতা, জ্ঞান, উৎকর্ষ, বিচার, দয়া ও সত্য পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে**[২] **যাতে**

আমাদের সমস্ত জীবন সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়-আমাদের চিন্তায়, আমাদের কথায়/বাক্যে এবং কার্যে যাতে তাঁহার পবিত্র নাম অনর্থক না হয় কিন্তু আমাদের জীবন দ্বারা তাঁহার নাম সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়।[৩]

১. মথি ৬:৯ অতএব তোমরা এই মতো প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।

২. যোহন ১৭:৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

যিরমিয় ৯:২৩-২৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান, আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান্ আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

মথি ১৬:১৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যাকোব ১:৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।

৩. গীতসংহিতা ১১৯:১৩৭-১৩৮ হে সদাপ্রভু, তুমি ধর্ম্মময় ও তোমার শাসন সকল ন্যায্য। তুমি ধর্মশীলতায়, এবং অতীব বিশ্বস্ততায় তোমার সাক্ষ্যকলাপ আদেশ করিয়াছ।

লুক ১:৪৬ তখন মরিয়ম কহিলেন, আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্তন করিতেছে।

গীতসংহিতা ১৪৫:৯ সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়, তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমস্ত পদার্থের উপরে আছে।

৪. গীতসংহিতা ১১৫:১ হে সদাপ্রভু, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর, তোমার দয়ার অনুরোধে, তোমার সত্যের অনুরোধে।

গীতসংহিতা ৭১:৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকিবে, সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করিবে।

প্রভুর দিন - ৪৮

প্রশ্ন ১২৩. দ্বিতীয় আর্জি বা আবেদন কী?

উত্তর : 'তোমার রাজ্য আসুক' -যাতে তোমার বাক্য ও আত্মার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হই,[১] আমরা যাতে গভীরভাবে নিজেকে তোমার হাতে করতে পারি, তোমার মণ্ডলীকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করতে পারি।[২] সমস্ত শয়তানিক কার্য ও হিংসা এবং সমস্ত অধার্মিক যুক্তি যা তোমার বাক্যের বিরুদ্ধে ও তোমার রাজ্যের বিরুদ্ধে তা ধ্বংস করতে পারি।[৩] যতক্ষন না তোমার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে আসে যেখানে তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা হও।[৪]

১. মথি ৬:১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।

২. গীতসংহিতা ১১৯:৫ আমার পথ সকল সুস্থির হউক, যেন আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করি।

৩. গীতসংহিতা ৫১:১৮ তুমি আপন অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর, তুমি যিরূশালেমের প্রাচীর নির্মাণ কর।

৪. ১ যোহন ৩:৮ যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন।

রোমীয় ১৬:২০ আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হউক।

৫. প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭ আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস। যে শুনে, সেও বলুক, আইস। আর যে পিপাসিত, সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন জল গ্রহণ করুক।

প্রকাশিত বাক্য ২২:২০ যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি শীঘ্র আসিতেছি।

৬. ১ করিন্থীয় ১৫:১৫ আবার আমরা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে; কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই।

১ করিন্থীয় ১৫:২৮ আর সকলই তাঁহার বশীভূত করা হইলে পর পুত্র আপনিও তাঁহার বশীভূত হইবেন, যিনি সকলই তাঁহার বশে রাখিয়াছিলেন; যেন ঈশ্বরই সর্বেসর্বা হন।

প্রভুর দিন - ৪৯

প্রশ্ন ১২৪. তৃতীয় আর্জি বা আবেদন কী?

উত্তর : 'তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক' - যাতে আমরা আমাদের নিজ ইচ্ছাকে বর্জন করতে পারি এবং কোন অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ না করে তোমার (ঈশ্বরের) ইচ্ছাকে স্বীকার করতে পারি যা আমাদের জন্য একমাত্র ভালো/উত্তম।[১] যেমন স্বর্গে স্বর্গদূতরা তেমনি আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্র ও আহ্বান অনুসারে স্ব-ইচ্ছায়[২] ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার ইচ্ছাকে পালন করিতে পারি।[৩]

১. মথি ৬:১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।

২. মথি ১৬:২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।

তীত ২:১২ তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবনযাপন করি।

৩. লুক ২২:২৪ আর তাঁহাদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

৪. ১ করিন্থীয় ৭:২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।

ইফিষীয় ৪:১ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল।

৫. গীতসংহিতা ১০৩:২০ তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য সাধক, তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।

প্রভুর দিন - ৫০

প্রশ্ন ১২৫ চতুর্থ আর্জি বা নিবেদন কী?

উত্তর:-আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও; অর্থাৎ আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য আমাদের দাও,[১] যাতে আমরা তৃপ্ত হতে পারি, যাহার দ্বারা আমরা স্বীকার করতে পারি প্রভু তুমি সমস্ত উত্তম দ্রব্যের উৎসধারা।[২] প্রভু আপনার আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের নিজস্ব যত্ন, শিল্প এমনকী আপনার দেওয়া উপহার কোনোটাই লাভজনক নয়।[৩] একমাত্র প্রভু তোমাতেই আমরা নির্ভরশীল তাই আমরা প্রত্যাহার করি আমাদের নির্ভরতা জগতের সৃষ্ট সমস্ত কিছু থেকে।[৪]

১. মথি ৬:১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।

২. মথি ১৬:২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।

তীত ২:১২ তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবনযাপন করি।

৩. লুক ২২:৪২ পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়, আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

৪. ১ করিন্থীয় ৭:২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহূত হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।

ইফিষীয় ৪:১ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল।

৫. গীতসংহিতা ১০৩:২০ তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য সাধক, তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।

৬. মথি ৬:১১ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।

৭. গীতসংহিতা ১৪৫:১৫ সকলের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করে, তুমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ।

মথি ৬:২৫ এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়?

৮. প্রেরিত ১৭:২৫ কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন।

প্রেরিত ১৪:১৭ তথাপি তিনি আপনাকে সাক্ষ্যবিহীন রাখেন নাই, কেননা, তিনি মঙ্গল করিতেছেন, আকাশ হইতে আপনাদিগকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক ঋতুগণ দিয়া ভক্ষ্যে ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন।

৯. ১ করিন্থীয় ১৫:৫৮ অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর কার্যে সর্বদা উপচিয়া পড়ে, কেননা তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়।

দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ তিনি তোমাকে নত করিলেন, ও তোমাকে ক্ষুধিত করিয়া তোমার অজ্ঞাত ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দিয়া প্রতিপালন করিলেন; যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে।

১০. গীতসংহিতা ৬২:১১ ঈশ্বর এক বার বলিয়াছেন, দুই বার আমি এই কথা শুনিয়াছি; পরাক্রম ঈশ্বরেরই।

গীতসংহিতা ৫৫:২২ তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভার অর্পণ কর; তিনিই তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন, কখনও ধার্মিককে বিচলিত হইতে দিবেন না।

প্রভুর দিন - ৫১

প্রশ্ন . ১২৬. পঞ্চম আর্জি বা আবেনদ কী?

উত্তর : 'আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি'[১] - প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় রক্তের সৌজন্যে আমরা অন্যের পাপের সীমালঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত না হই যা সর্বদাই আমাদেরকে দ্বিখণ্ডিত (অভিযুক্ত) করে যখন আমরা এর প্রমাণকে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সঙ্গে অনুভব করি। এটাই আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের পুনঃমিলন।[২]

১. মথি ৬:১২ আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।

২. গীতসংহিতা ৫১:১ হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম সকল মার্জনা কর।

১ যোহন ২:১-২ হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট।

৩. মথি ৬:১৪-১৫ কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

প্রভুর দিন - ৫২

প্রশ্ন ১২৭. ষষ্ঠ আর্জি বা আবেদন কী?

উত্তর : 'আর আমাদিগকে পরিক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।' - যেহেতু আমরা এতই দুর্বল যে আমরা নিজ সামর্থে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াতে অসমর্থ[১] এবং আমাদের বিপক্ষে আছে আমাদের পরম শত্রু দিয়াবল,[২] এই জগৎ (জাগতিকতা)[৩] এবং আমাদের মাংসিক অভিলাশ[৪] যাতে আমাদেরকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ করতে না পারে সেই জন্য তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা আমাদেরকে সংরক্ষণ করেন ও শক্তিশালি করেন[৫] যাতে আমরা এই আত্মিক যুদ্ধকে অতিক্রম করতে পারি ও নিরন্তর ভাবে এবং প্রবলভাবে আমাদের শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারি যতক্ষন না পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হই।[৬]

১. মথি ৬:১৩ আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।

২. রোমীয় ৮:২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

গীতসংহিতা ১০৩:১৪ কারণ তিনিই আমাদের প্রতি করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে,তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন।

৩. ১ পিতর ৫:৮ তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

৪. ইফিষীয় ৬:১২ কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।

যোহন ১৫:১৯ তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভালো বাসিত; কিন্তু তোমরা তো জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।

৫. রোমীয় ৭:২৩ কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে।

গালাতীয় ৫:১৭ কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটি অন্যটির বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না।

৬. মথি ২৬:৪১ জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।

মার্ক ১৩:৩৩ সাবধান, তোমরা জাগিয়া থাকিও ও প্রার্থনা করিও; কেননা সে সময় কবে হইবে, তাহা জান না।

৭. ১ থিষলনীকীয় ৩:১৩ এইরূপে আপনার সমস্ত পবিত্রগণ সহ আমাদের প্রভু যীশুর আগমন কালে যেন তিনি আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় অনিন্দনীয়রূপে সুস্থির করেন।

১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

প্রশ্ন ১২৮. কীভাবে তিনি তাঁহার প্রার্থনাকে শেষ করিয়াছেন?

উত্তর : 'কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার' -সমস্ত কিছু আমরা ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি কারণ তিনি আমাদের রাজা এবং সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত ভালো কিছুই আমাদের দিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ[১] আর যা কিছু আমরা প্রার্থনা করি তার দ্বারা আমরা নই পরন্তু তাঁহার পবিত্র নামই সর্বদাই উচ্চকৃত হয়।[২]

১. মথি ৬:১৩ আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।

২. রোমীয় ১০:১২ কারণ যিহূদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান।

২ পিতর ২:৯ ইহাতে জানি, প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্মিকদিগকে দণ্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে জানেন।

৩. যোহন ১৪:১৩ আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্না করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।

গীতসংহিতা: ১১৫:১ হে সদাপ্রভু আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর, তোমার দয়ার অনুরোধে, তোমার সত্যের অনুরোধে।

ফিলিপীয় ৪:২০ আমাদের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন।

প্রশ্ন ১২৯. আমেন কথার অর্থ কী?

উত্তর : এর অর্থ এটা সত্য সত্যই হইবে যাতে আমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ যোগ্য হয় তখন আমি যা যাচ্না করেছি তার পূর্ণতা আমার হৃদয়ে অনুভব করি।[১]

১. ২ করিন্থীয় ১:২০ জ্ঞানবান কোথায়? অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই?

২ তীমথিয় ২:১৩ আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ তিনি আপনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না।